"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"

মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

১৯শ পারা—অকা-লাল্লাজীনা

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

৩

# আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলাওৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের **"উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়"** আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহমদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

---

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

---

PRINTED BY. ERSONS ART PRESS.
6 TANTI BAGAN LANE, CALCUTTA.

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ

অকা-লাল্‌লাজীনা লা-য়্যার্‌জুনা লেকা—আনা- লাওলা— উন্‌যেলা
আর যাহারা আমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তাহারা বলিল—কেন অবতীর্ণ করা হয় নাই (৬)

عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

আলায়্‌নাল্‌ মালা—একাতো আও্‌নারা- রাব্বানা-। লাক্বাদেছ্‌তাক্‌বারূ ফী— আন্‌ফোছেহিম্‌
আমাদের প্রতি ফেরেশ্‌তা অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না। তাহারা আপন মনে গর্ব্বিত হইল

وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى

অআতাও ওতূওয়ান্‌ কাবীরা-। য়্যাও্‌মা য়্যারাও্‌নাল্‌-মালা—একাতা লা- বোশ্‌রা-
এবং অত্যন্ত অবাধ্যতা প্রকাশ করিল। যেদিন তাহারা ফেরেশ্‌তা দেখিবে কোনই সুসংবাদ থাকিবে না

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝ وَقَدِمْنَآ

য়্যাও্‌মাএজেল্‌লেল্‌-মোজ্‌রেমীনা অয়্যাকূলূনা হেজ্‌রাম্‌ মাহ্‌জূরা-। অকাদেম্‌না—
সে দিন গোনাহ্‌গারদের এবং তাহারা বলিবে—আড়াল! আড়াল!! (৭) এবং আমি উপস্থাপিত করিব

اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

এলা- মা- আমেলূ মেন্‌ আমালেন্‌ ফাজ্বাআল্‌না-হো হাবা—আম্‌ মান্‌ছূরা-।
ঐ সমস্ত কার্য্য যাহা তাহারা করিয়াছে এবং উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিবৎ করিব।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ۝

আছ্‌হা-বোল্‌-জ্বান্‌নাতে য়্যাও্‌মাএজেন্‌ খায়রোম্‌ মোছ্‌তাকার্‌রাঙ্‌ অ আহ্‌ছানো মাক্বীলা।
বেহেশ্‌ত বাসিগণের (জন্য) সে দিন উত্তম বাসস্থান এবং অতি সুন্দর শয়নাগার।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

অ য়্যাও্‌মা তাশাক্‌ক্বাকোছ্‌ছামা—য়ো বেল্‌-গামা-মে অ নোয্‌যেলাল্‌-মালা—একাতো
আর যেদিন মেঘসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং অবতীর্ণ হইবে ফেরেশ্‌তা

(৬) "য়্যারজুনা" শব্দটী 'আরমান' এবং 'আকাঙ্ক্ষার' অর্থেই বিখ্যাত, তজ্জন্য আমি উহার 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ শব্দটীর 'ভয়'-এর অর্থও হইতে পারে। তদবস্থায় তর্জ্জমা এইরূপ দাঁড়ায় যে, "যাহারা (পরকালে) আমার সম্মুখে হাজীর হইতে ভয় করে না।"

(৭) "হেজ্‌রাম মাহ্‌জুরা"-এর শাব্দিক অর্থ হইতেছে—"প্রতিবন্ধক-আড়াল (করা গিয়াছে)", অর্থাৎ আমার ও ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে এরূপ প্রতিবন্ধক-আড়াল দাঁড়ায়—যাহাতে উহাদের চেহেরা আমি দেখিতে না পাই। আমি কিন্তু দেশ-প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

تَنْزِيْلًا ○ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط وَكَانَ

তান্‌যীলা-। আল্‌-মোল্‌কো য়্যাও্‌মায়েজেনেল্‌ হাক্‌কো লের্‌রাহ্‌মা-ন্‌। অকা-না

অবতারিতরূপে। প্রকৃত রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্—রহমানেরই জন্য। আর হইবে

يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ

য়্যাও্‌মান্‌ আলাল্‌-কা-ফেরীনা আছীরা-। অয়্যাও্‌মা য়্যাআদ্দোজ্‌জা-লেমো

সেদিন কাফেরগণের প্রতি কঠিন! আর সেদিন ( গোনাহ্‌গার ) দংশন করিবে

عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○

আলা- য়্যাদায়হে য়্যাকূলো য়্যা-লায়্‌তানেত্তাখাজ্‌তো মাআর্‌রাছূলে ছাবীলা-।

নিজ হস্তদ্বয় ( এবং ) বলিবে, পরিতাপ! যদি রছুলের সঙ্গে পথ ধরিতাম।

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ

য়্যা-অয়্‌লাতা- লায়্‌তানী লাম্‌ আত্তাখেজ্‌ ফোলা-নান খালীলা-। লাকাদ্‌ আদ্বাল্‌লানী

হা দুর দৃষ্ট, পরিতাপ আমার! আমি ( যদি ) অমুলককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম। সে আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ○

আনেজ্‌জেক্‌রে বা'দা এজ্‌ জা—আনী। অকানাশ্‌শায়্‌তা-নো লেল্‌-এন্‌ছা-নে খাজূলা-।

আমার নিকট নছিহত ( কোরআন ) আসার পর এবং শয়তান হইতেছে মানুষের জন্য ( বিশ্বাসঘাতক ) অপদস্থকারী।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

অ কালার্‌রাছূলো য়্যা-রাব্বে ইন্‌না কাও্‌মেত্তাখাজূ হা-জাল্‌-কোর্‌আ-না মাহ্‌জূরা-।

আর রছুল ( হজরত মোহাম্মদ ) বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط

অকাজা-লেকা জ্বাআল্‌না- লেকুল্লে নাবীয়্যেন্‌ আদূওয়াম্‌ মেনাল্‌-মোজ্‌রেমীন।

আর এইরূপেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য গোনাহ্‌গারদের ( মোশরেক ) হইতে শত্রু ঠিক করিয়াছি।

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا

অকাফা- বেরাব্বেকা হা-দেয়্যাও্‌ অনাছীরা-। অকা-লাল্লাজীনা কাফারূ লাও্‌লা-

আর তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট হেদায়েতকারী ও সাহায্যকারী। আর কাফেরগণ বলিল, কেন

نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ

নোয্‌যেলা আলায়হেল্‌-ক্বোর্‌আ-নো জোম্‌লাতাওঁ ওয়া-হেদাতান্‌, কাজা-লেক্‌,

তাহার প্রতি একবারেই (সম্পূর্ণ) কোরআন অবতীর্ণ করা হয় নাই? আর এইরূপেই

لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝ وَلَا يَاْتُوْنَكَ

লেনোছাব্বেতা বেহী- ফোআ-দাকা অরাত্তাল্‌না-হু তার্‌তীলা-। অলা- য়্যা'তুনাকা

আমি উহাদ্বারা তোমার অন্তরকে সুদৃঢ় করি এবং আমি উহা ধীরে ধীরে (স্পষ্টরূপে) পড়াইয়াছি। আর তাহারা তোমার নিকট আসিবে না

بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝ اَلَّذِيْنَ

বেমাছালেন্‌ ইল্‌লা- জে'-না-কা বেল্‌-হাক্‌কে অআহ্‌ছানা তাফ্‌ছীরা-। অল্‌লাজীনা

(এমন) কোন (জটিল) প্রশ্ন কিন্তু আমি উহার সত্যের সহিত ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তোমাকে বলিয়া দিব। যাহাদিগকে

يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ

ইয়্যোহ্‌শারূনা আলা- বোজূহেহিম্‌ এলা- জাহান্‌নামা, উলা—একা শার্‌রোম্‌

তাহাদের মুখের উপর দিয়া (টানিয়া) দোজখের দিকে সমবেত করা হইবে তাহাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট

مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا

ع ১ ৩ রুকু

মাকা-নাওঁ অআদ্বাল্‌লো ছাবীলা- ع অলাক্বাদ্‌ আ-তায়্‌না- মূছাল্‌-কেতাবা অজাআল্‌না-

স্থান এবং তাহারা অতিশয় পথভ্রষ্ট। (৮) নিশ্চয় আমি মূছাকে কেতাব দিয়াছি এবং নিযুক্ত করিয়াছি

مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

মাআহূ— আখা-হু হা—রূনা অযীরা-। ফাক্বোল্‌নাজ্‌হাবা— এলাল্‌-ক্বাও‌মেল্‌লাজীনা

তাহার ভাই হারুনকে তাহার সহিত পরামর্শদাতা (সাহায্যকারী)। অতঃপর আমি বলিলাম— তোমরা উভয়ে যাও ঐ সম্প্রদায়ের দিকে

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا

কাজ্জাবূ বেআ-য়্যা-তেনা-। ফাদাম্মার্‌নাহুম্‌ তাদ্‌মীরা- অক্বাও‌মা নূহেল্‌লাম্মা-

যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে সমূলে উৎসন্ন করিলাম। আর নূহের সম্প্রদায়—যখন

(৮) এস্থলে "পথভ্রান্ততা"র মর্ম্ম এই যে, ইহাদের যাওয়া উচিত ছিল—বেহেশ্‌তে, কিন্তু ইহারা নিজেদের কার্য্যদোষে বিচ্যুত হইয়া দোজখে আসিয়া পড়িল।

كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا

কাজ্জাবোর্রোছোলা আগ্‌রাক্‌না-হুম্ অজ্জাআল্‌না-হুম্ লেন্‌না-ছে আ-য়াহ্। অআ'তাদ্‌না-
রছুলগণকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিল আমি তাহাদিগকে নিমর্জ্জিত করিলাম এবং তাহাদিগকে মানব-
জাতির জন্য নিদর্শন ( শিক্ষা ) রাখিলাম। (৯) এবং আমি প্রস্তুত রাখিলাম

لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚۖ وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ

লেজ্‌জা-লেমীনা আজা-বান্ আলীমাও;— অআ-দাও, অছামুদা অআছ্‌হা-বার্‌রাছ্‌ছে
জালেমদের ( কাফেরদের ) জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; এবং আদ, ছামুদ ও 'রাছ'বাসী (১০)
এবং ইহাদের

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ

অক্বোরূনাম্ বায়্‌না জা-লেকা কাছীরা-। অকোল্‌লান্ দ্বারাব্‌না- লাহোল্-আম্‌ছা-লা
( উভয়ের ) মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ বংশধরের জন্যও আমি প্রত্যেকের জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছি।

وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ

অকোল্‌লান্ তাব্‌বার্‌না- তাৎবীরা। অলাক্বাদ্ আতাও, আলাল্-ক্বার্‌য়্যাতেল্‌লাতী—
( তারপর ) উৎপাটিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। আর সুনিশ্চিৎ যে, তাহারা এমন লোকালয়ে
দিনযাপন করিয়াছে

اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا

ওম্‌তেরাৎ মাতারাছ্‌ছাও,। আফালাম্ য়্যাকূনূ য়্যারাও্‌নাহা- বাল্ কা-নূ লা-
যাহার উপর অতি মন্দ বর্ষণ ( পাথর ) বর্ষিত হইয়াছে। তাহারা কি দেখে নাই? বরং তাহারা

(৯) সকল রছুলেরই ধর্ম্মমত অর্থাৎ দীন একই ছিল, মাত্র বিধানে বিভিন্নতা ছিল। অতএব একজন পয়গাম্বরকে মিথ্যা জানিলে সমস্ত পয়গাম্বরের মিথ্যা জানা সাব্যস্ত হয়। আমরা উহা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

(১০) "রছ" শব্দের অর্থে বহু মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, উহার অর্থ—কূপ, কেহ বলেন,—গ্রাম, কেহ বলেন,—বন। উহার অর্থে যখন মতভেদ বিদ্যমান, তখন নিশ্চয়ই "আছ্‌হা-বার্‌রাছ্‌ছে"-এর মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে যে, উহারা ছিল কাহারা, কোন নবীর ওম্মত ছিল উহারা? কারণ, উহারা হালাক হইয়াছে। কোন কোন ভাষ্যকার উহার অর্থ 'গর্ত্ত'ও লিখিয়াছেন। আমি এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, আরবীতে গর্ত্তকে "ওখ্‌দুদ"ও বলা হয়। 'আছ্‌হা-বোল্-ওখ্‌দুদ'-এর বর্ণনা শেষ পারার "ছুরা—বোরূজে" রহিয়াছে।

'আছ্‌হা-বার্‌রাছ্‌ছে' বলিতে যাহারা, তাহারা প্রতিমা-পূজক ছিল। উহারা একটী গর্ত্ত খনন করতঃ উহাতে অগ্নি প্রজলিত করিয়া রাখিয়া ছিল। উহারা জোরপূর্ব্বক লোক দ্বারা প্রতিমা-পূজা করাইত। যে কেহ প্রতিমা-পূজা করিতে অস্বীকৃত হইত, উহারা তাহাকে ঐ গর্ত্তের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিত।

يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط

য়্যার্জুনা নোশ্‌রা-। অএজা- রাআও্‌কা এইয়াত্তাখেজুনাকা ইল্লা- হোযোওয়া-।

পুনরুত্থানের আশা রাখিত না। আর যখন তাহারা তোমাকে দেখিল :তোমাকে বিদ্রূপের বস্তুরূপে গ্রহণ করিল

اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ۝ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ

অহা-জাল্লাজী বাআছাল্লা-হো রাছুলা। ইন্ কা-দা লাইয়োদ্বেল্লোনা- আন্

( বলিল ) ইহাকেই কি আল্লাহ্ রছুলরূপে পাঠাইয়াছে? সত্বর সে আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিত

اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ

আ-লেহাতেনা- লাও্‌লা— আন্ ছাবার্‌না-, আলায়্‌হা-, অছাও্‌ফা য়্যা'লামূনা হীনা

আমাদের উপাস্যসমূহ হইতে, যদি আমরা উহাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিতাম। অতি শীঘ্র তাহারা জানিতে পারিবে যখন

يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ

য়্যারাও্‌নাল্-আজা-বা মান্ আদ্বাল্লো ছাবীলা-। আরাআয়্‌তা মানেত্তাখেজা এলা-হাহূ

প্রত্যেক্ষ করিবে সেই আজাব, ( আরও জানিবে ) কে সমাধিক পথভ্রষ্ট। তুমি কি দেখিয়াছ ঐ ব্যক্তিকে যে তাহার উপাস্য ঠিক করিয়া লইয়াছে

هَوٰىهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ

হাওয়া-হু। আফাআন্তা তাকুনো আলায়্‌হে অকীলান্;— আম্ তাহ্‌ছাবো আন্না

তাহার প্রবৃত্তিকে। ( হে নবী! ) তুমি কি তাহার রক্ষক হইবে অথবা তুমি মনে কর যে, নিশ্চয়

اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ

আক্‌ছারা হুম্ য়্যাছ্‌মাউনা আও্ য়্যা'-কেলূন। ইন্ হুম্ ইল্লা- কাল্ আন্‌আ-মে

তাহাদের অধিকাংশ শুনিবে কিংবা বুঝিবে? তাহারা পশুবৎ

৫
২
৪
রুকু

بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج

বাল্ হুম্ আদ্বাল্লো ছাবীলা-। ৫ আলাম্‌তারা এলা- রাব্বেকা কায়্‌ফা মাদ্দাজ্‌জেল্লা,

বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট! তুমি কি লক্ষ্য কর নাই তোমাদের প্রতিপালকের ( কার্য্যের ) প্রতি কেমন করিয়া তিনি ছায়া বর্দ্ধিত করেন, (১১)

---

(১১) মর্ম্ম এই যে, যদ্রূপ জমীন-আছমান, চন্দ্র-সূর্য্য, তারকা ইত্যাদি আল্লার অস্তিত্ব ও তাঁহার মহিমার নিদর্শন, তদ্রূপ ছায়াও আল্লার অস্তিত্বও তাহার মহিমার নিদর্শন। যেন ইহার প্রকাশ কারণ— সূর্য্যের সম্মুখে আসা। কিন্তু সকল জিনিষ ও সমস্ত ঘটনার আসল কারণ হইতেছে—আল্লাহ্। তিনি

وَلَوْ شَاۤءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ

অলাও্ শা—আ লাজ্বাআলাহূ ছা-কেনান্, ছুম্মা জ্বাআল্নাশ্‌শাম্‌ছা আলায়হে
যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে উহা স্থির রাখিতে পারেন। আবার আমি ( আল্লাহ্ ) সূর্য্যকে করিয়াছি উহার

دَلِيْلًا ۙ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○ وَهُوَ الَّذِيْ

দালীলান্— ছুম্মা ক্বাবাদ্‌না-হু এলায়্‌না- ক্বাব্‌দাই-য়্যাছীরা-। অহোঅল্লাজী
পথ প্রদর্শক। আবার আমি উহাকে ধীরে টানিবার মত আমার নিকট টানিয়া লইয়াছি। আর তিনিই

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ

জ্বাআলা লাকুমোল্লায়্‌লা লেবা-ছাঙ্ অন্নাওমা ছোবা-তাঙ্ অজ্বাআলান্নাহা-রা
রাত্রিকে তোমাদের জন্য আবরণ এবং নিদ্রাকে আরামদায়ক করিয়াছেন আর দিবাকে করিয়াছেন

نُشُوْرًا ○ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ

নোশূরা-। অহো-অল্লাজী— আর্‌ছালার্‌রেয়্যা-হা- বোশ্‌রাম্ বায়্‌না য়্যাদায়্
চলা-ফেরার জন্য। আর তিনিই বায়ুকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার করুণার পুরোভাগে সুসংবাদরূপে (১২)

رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا ۙ لِّنُحْيِيَ

রাহ্‌মাতেহী-, অ আন্‌যাল্‌না- মেনাছ্‌ছামা—এ মা—আন্ তাহুরাল্ ;—লেনোহ্‌য়্যেয়্যা
এবং তিনি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানী বর্ষণ করিয়াছেন, আমি ( আল্লাহ্ ) সঞ্জীবিত করিতে

بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّ

বেহী- বাল্‌দাতাম্ মায়্‌তাঙ্ অনোছ্‌কেয়্যাহূ মেম্মা খালাক্‌না— আন্‌আ-মাঙ্
উহা দ্বারা মৃতবৎ দেশকে এবং উহা পান করাইতে আমার সৃষ্টি—বহু পশু

ইচ্ছা করিলে ছায়াকে এরূপ কোন কিছু করিতে পারিতেন,—সূর্য্যের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। তিনি সূর্য্যকে উদিত করিতেন, আর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্য মাথার উপর আসিয়া যাইত এবং তৎপর ঢলিয়া যাইত—এপর্য্যন্ত যে, সূর্য্য অস্ত যাইত, আর ছায়া একই অবস্থার উপর রহিত, কিন্তু আল্লাহ্ ছায়াকে এরূপ এক জিনিষ করিয়াছেন—যাহা সূর্য্যের কিরণে খর্ব্ব ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারপর ছায়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে সন্ধ্যাকালে অদৃশ্য হইয়া যায়, আর উহার স্থানে রাত্রের অন্ধকার আসিয়া পড়ে। ছায়ার অদৃশ্য হইয়া যাওয়াকে আল্লাহ্ বলিয়াছেন‘—আমি ছায়াকে নিজের দিকে টানিয়া লই’, যথা একস্থানে বলিয়াছেন—“যখন লোক নিদ্রা যায় তখন আমি সকলের আত্মাকে নিজের দিকে ডাকিয়া লই।”

(১২) প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে বাতাস উঠিয়া থাকে। মেঘমালাকে জড় করা, ফুলাইয়া তোলা এবং পতন ঘটানোই বাতাস উঠার কারণ। অতএব বাতাস উঠা-ই যেন বৃষ্টিপাতের সুসংবাদ স্বরূপ।

أَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا

অআনা-ছীয়্যা কাছীরা-। অলাক্কাদ্ ছার্রাফ্না-হু বায়্নাহুম্ লেয়্যাজ্জাক্কারূ

ও মানুষকে এবং আমি ইহা বণ্টন করিয়াছি ( পরিমাণ মত ) উহাদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে

فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا

ফাআবা— আক্ছারোন্না-ছে ইল্লা- কোফূরা-। অলাও্ শে'না- লাবাআছ্না-

কিন্তু বহু লোক অকৃতজ্ঞতার সহিত অস্বীকার করিল। আর যদি আমি ইচ্ছা করিতাম নিশ্চয় পাঠাইতাম

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝ فَلَا تُطِعِ الْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم

ফী কুল্লে ক্বার্য়্যাতেন্ নাজীরা-। ফালা- তোতেয়েল্-কা-ফেরীনা অজ্বা-হেদ্ হুম্

প্রতি লোকালয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী। অতএব তুমি বিধর্মীদের কথা মান্য করিও না আর তাহাদের সম্মুখীন হও

بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ

বেহী- জ্বেহা-দান্ কাবীরা-। অহোঅল্লাজী মারাজ্বাল্-বাহ্রায়নে হা-জা- আজ্বোন্

উহা ( কোরআন ) দ্বারা প্রবল সম্মুখীনরূপে। আর তিনি দুইটী সমুদ্রকে মিলিত করিয়াছেন— ইহা ( একটী ) সুপেয় মিষ্ট (১৩)

فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

ফোরা-তোঙ্ অহা-জা মেল্হোন্ ওজ্বা-জ্বো ওজ্বাআলা বায়্নাহুমা- বার্যাখাঙ্

আর ইহা ( অপরটী ) অপেক্ষা লবণাক্ত। আর তিনি উভয়ের মধ্যস্থলে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন—

وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

অহেজ্ব্রাম্ মাহ্জ্বূরা-। অহোঅল্লাজী খালাক্বা মেনাল্-মা—এ বাশারান্

এবং দৃঢ় আড়াল এবং তিনিই পানী ( বর্ষ্য ) হইতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ

ফাজাআলাহূ নাছাবাঙ্ অছেহ্রা। অকা-না রাব্বোকা ক্বাদীরা-। অয়্যা'বোদূনা

অতঃপর উহার ( মানবের ) বংশীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং তোমার প্রতিপালক শক্তিশালী। (১৪) আর তাহারা উপাসনা করে

(১৩) সমুদ্র দুই প্রকারের, কোনটীর পানী লবণাক্ত, কোনটীর মিষ্ট। আর উহাতে দ্বীপও থাকে। আর কোথাও এরূপ যে, লবণাক্ত পানির এবং মিষ্ট পানির সমুদ্র একই স্থানে মিলিত রহিয়াছে, এবং উভয় সমুদ্রের পানী এভাবে প্রবাহিত হইতেছে যে, কোনটীর সহিত কোনটীর মিলিত হইতে পারে না।

(১৪) আয়তের দুইটী অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ তাহাই—যাহা আমি তরজমায় গ্রহণ করিয়াছি, উহার অর্থ হইতেছে এই যে মানুষ ( পুরুষ বা স্ত্রী ) নাবালক থাকা পর্য্যন্ত নিজের মাতা-

مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ط وَكَانَ الْكَافِرُ

মেন্ দূনেল্লা-হে মা-লা- য়্যান্ফায়োহুম্ অলা- য়্যাদোর্রো হুম্। অকা-নাল্-কা-ফেরো

আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর যাহা তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে না এবং তাহাদের অপকারও করিতে পারে না এবং বিধর্ম্মী হইতেছে

---

عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

আলা- রাব্বেহী- যাহীরা-। অমা— আর্ছাল্‌না-কা ইল্লা মোবাশ্‌শেরাঙ্ অনাজীরা-।

তাহার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে (শয়তানের) সাহায্যকারী। তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে আমি পাঠাইয়াছি।

---

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ

কোল্ মা— আছ্‌আলোকুম্ আলায়্‌হে মেন্ আজ্‌রেন্ ইল্লা- মান্ শা—আ

বল, (হে মোহাম্মদ! ( আমি তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান চাহি না কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে

---

اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ

আই-য়্যাত্তাখেজা এলা- রাব্বেহী- ছাবীলা-। অতাঅক্‌কাল্ আলাল্-হায়্য়েল্লাজী

তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরিতে। আর তুমি নির্ভর কর সেই চিরজীবির প্রতি যাঁহার

---

لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ط وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۝

লা- য়্যামূতো অছাব্বেহ্ বেহাম্‌দিহ্-। অকাফা- বেহী- বেজোনূবে এবা-দেহী- খাবীরা-,

মৃত্যু নাই এবং তাঁহার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের গোনা-সমূহ সূক্ষ্মরূপে জানিতে যথেষ্ট,

---

نِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ

নেল্লাজী খালাকাছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আরদ্বা অমা- বায়্‌নাহুমা- ফী ছেত্তাতে

তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যস্থিত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়

---

পিতার সহিত সম্বন্ধ রাখে, আর সে যে গোত্রের, সেই গোত্রের পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী বলিয়া গণ্য করা হয়। তারপর তাহার বিবাহ হয়। তখন অন্য স্থানে তাহার সম্বন্ধ শুরু হয়। তথায় সে জামাতা অথবা বধু নাম ধারণ করে। অপিচ এই দুইটী অবস্থা মানুষের প্রতি আসিয়া থাকে।

আর একটী অর্থ এই হইতে পারে যে, নছর অর্থাৎ জামাতা শব্দ হইতে পুরুষ এবং ছেহ্‌র অর্থাৎ বধু শব্দ হইতে নারী মর্ম্ম হইতে পারে। এইরূপই শরা-শরিয়তের দিক নছর অর্থাৎ জামাতা পুরুষ হইতে গ্রহণ করা হয়—নারীর উহাতে কোন অধিকার নাই। অতএব এ-অবস্থায় "নছরে"র অর্থ দাঁড়ায়—"ছাহেবে-নছব" অর্থাৎ পুরুষ আর "ছেহরে"র অর্থ দাঁড়ায় সেই—যে ছাহেবে-নছব অর্থাৎ পুরুষ অর্থাৎ নারী। যাহাই না হউক, মানুষের সকল অবস্থাতেই আল্লার মহিমা প্রকাশ পায় যে, এক নোৎকার মধ্যে তিনি এত রকমের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন।

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

আয়য়্যা-মেন্ ছুম্মাছ্‌তাওয়া- আলাল্-আরশে, আর্রাহ্‌মা-নো ফাছ্‌আল্ বেহী- খাবীরা-।

দিনে, পুনরায় তিনি আরশের ( কর্তৃত্বে ) উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনিই দয়ালু তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানবানকে জিজ্ঞাসা কর।

---

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ

অএজা- ক্বীলা লাহোমোছ্‌জোদূ লের্রাহ্‌মা-নে ক্বা-লূ অমার্রাহ্‌মা-নো, অনাছ্‌জোদো

আর যখন তাহাদিগকে বলা হইল—তোমরা 'রহমান'কে ছেজদা কর, তাহারা বলিল—রহমান কোন্ বস্তু ? (১৫) আমরা কি ছেজদা করিব

---

لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ

লেমা- তা'মোরোনা- অযা-দা হুম্ নোফূরা- ۩ তাবা-রাকাল্লাজী জাআলা

তাহাকেই যাহাকেই তুমি আমাদের আদেশ করিবে, ( ইহা ) তাহাদের অবজ্ঞা বর্দ্ধিত করিল। তিনিই মহিমাময় যিনি স্থাপন করিয়াছেন

---

فِى السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

ফিছ্‌ছামা—এ বোরুজাঙ্ অজাআলা ফী-হা- ছেরা-জাঙ্ অক্বামারাম্ মোনীরা-।

আকাশে রাশিসমূহ ( বারটী ) এবং উহার মধ্যে প্রদীপ ( সূর্য্য ) ও উজ্জ্বল চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। (১৬).

---

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ

অহোঅল্লাজী জাআলাল্লায়লা অন্নাহা-রা খেল্‌ফাতাল্ লেমান্ আরা-দা

আর তিনিই দিবারাত্র পরস্পর পশ্চাদগামী করিয়াছেন তাহার ( শিক্ষার ) জন্য যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে

---

اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ

আই-য়্যাজ্জাক্কারা আও্ আরা-দা শোকূরা-। অএবা-দোর্রাহ্‌মা-নেল্লাজীনা য়্যাম্‌শূনা

অথবা যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহে। তাহারই করুণাময়—রহমানের ( বিশিষ্ট ) দাস যাহারা বিচরণ করে

---

عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

আলাল্-আর্‌দ্বে হাও্‌নাঙ্ অএজা- খা-তাবাহুমোল্-জা-হেলূনা ক্বা-লূ ছালা-মা-।

পৃথিবীতে শান্তভাবে এবং যখন মূর্খেরা তাহাদের সহিত কথোপকথন ( তর্ক ) করিতে চাহে তাহারা বলে—"সালাম"

---

(১৫) উহারা এরূপ কড়ার কাঙ্গাল ছিল যে, আল্লাহ্‌কে তো মানিত, কিন্তু রহমানের নামে বিগড়াইয়া যাইত। যখন কোনও সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন সেই সম্প্রদায়ের এই অবস্থাই হইয়া থাকে।

(১৬) ১৪শ পারা, ছূরা—হাজরের ২য় রুকুতে ইহার টীকা দ্রষ্টব্য।

রুকু ৫ | ৬৩ ছেজদাহ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

অল্লাজীনা য়্যাবীতূনা লেরাব্বেহিম্ ছোজ্জাদাঙ্ অকেয়্যা-মা-। অল্লাজীনা য়্যাকূলূনা

আর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের জন্য ( নামাজে ) সেজ্দা করিয়া ও দাঁড়াইয়া রাত্রিযাপন করে এবং তাহারা বলে—

---

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ

রাব্বানাছ্রেফ্ আন্না- আজা-বা জাহান্নামা, ইন্না আজা-বাহা- কা-না গারা-মা-।

হে আমাদের প্রতিপালক! দোজখের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুণ, নিশ্চয় উহার শাস্তি ভয়াবহ!

---

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○ وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا

ইন্না-হা- ছা—আৎ মোছ্তাকার্রাঙ্ অমোকা-মা-। অল্লাজীনা এজা— আন্ফাকূ

নিশ্চয় উহা অতি মন্দ বাসস্থান ও মন্দ আবাস। আর যখন তাহারা ব্যয় করে

---

لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○ وَالَّذِيْنَ

লাম্ ইয়োছ্রেফূ অলাম্ য়্যাক্তোরূ অকা-না বায়্না জা-লেকা কাওয়া-মা। অল্লাজীনা

তখন অতিরিক্ত ব্যয় করে না বা কৃপনতা করে না ( বরং ) উহার মধ্যবর্ত্তী যথোপযুক্ত ( পরিমিত ) ভাবে ( ব্যয় করে )। আর তাহারা

---

لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ

লা- য়্যাদ্উনা মাআল্লা-হে এলা-হান্ আ-খারা অলা- য়্যাক্তোলূনান্নাফ্ছাল্লাতী

আল্লার সহিত অপরকে উপাস্যরূপে ডাকে না এবং তাহারা ( অন্যায় ভাবে ) হত্যা করে না সেই প্রাণীকে

---

حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

হার্রামাল্লা-হো ইল্লা- বেল্-হাক্কে অলা য়্যাযনূন। অমাঁই-য়্যাফ্আল্ জা-লেকা

যাহাকে ( হত্যা করিতে ) আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু ন্যায়ভাবে, আর তাহারা ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি ঐরূপ করে

---

يَلْقَ أَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

য়্যাল্কা আছা-মাঁই ;— ইয়োদ্বা-আফ্ লাহুল্-আজা-বো য়্যাওমাল্-কেয়্যা-মাতে

সে শাস্তি পাইবে, কেয়ামতের দিনে তাহার শাস্তি দ্বিগুণ হইবে

وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

অয়্যাখ্‌লোদ্ ফী-হী মোহা-নান্ ;—ইল্লা- মান্ তা-বা অআ-মানা অআমেলা আমালান্

এবং চিরস্থায়ী তথায় ঘৃণিতভাবে থাকিবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতাপ ( তওবা ) করিবে এবং বিশ্বাস করিবে ও

صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط

ছা-লেহান্ ফাউলা—একা ইয়োবাদেলোল্লা-হো ছায়্যেআ-তেহিম্ হাছানাৎ-।

সৎকার্য্য করিবে অনন্তর আল্লাহ্ তাহাদের গোনাহ্ সমূহ সৎকার্য্যে পরিবর্ত্তিত করিবেন।

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

অকা-নাল্লা-হো গাফূরার্‌রাহীমা-। অমান্ তা-বা অআমেলা ছা-লেহান্ ফাইন্নাহূ

এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল দয়াবান। আর যে ব্যক্তি ( গোনাহ্ হইতে ) তওবা করিল এবং সৎকার্য্য করিল সে নিশ্চয়

يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

য়্যাতূবো এলাল্লা-হে মাতা-বা-। অল্লাজীনা লায়্যাশ্‌হাদূনায্‌যুরা অএজা মার্‌রূ

আল্লার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। আর তাহারা ( বিশিষ্ট বান্দারা ) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তাহারা শ্রবণ করে

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

বেল্লাগ্‌ভে মার্‌রূ কেরা-মা। অল্লাজীনা এজা- জোক্কেরূ বেআ-য়্যা-তে রাব্বেহিম্

কোন তুচ্ছ ব্যাপার ( বাক্য ) তখন তাহারা সম্মানের সহিত অতিক্রম করে এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়

لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

লাম্ য়্যাখের্‌রূ আলায়্‌হা- ছোম্মাঁও অওম্‌য়্যা-না-। অল্লাজীনা য়্যাকূলূনা রাব্বানা

তখন তাহারা উহার উপর বধির ও অন্ধের মত পতিত হয় না। (১৭) আর তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক !

(১৭) হজরত রছুলে-খোদা যখন কোরআন শরীফ পড়িয়া শুনাইতেন, তখন কাফের ও মোনাফেকগণ তামাসাভাবে গোলমাল করিত এবং একে অন্যের প্রতি গড়াইয়া পড়িত। কিন্তু উহাদের এই গড়াইয়া পড়া কিছুই কাকুতি-মিনতি সহ হইত না, কারণ উহারা এই আয়তগুলিকে বুঝিত না, আর বুঝিবারও চেষ্টা করিত না। উহাদের উচিত ছিল—আয়তগুলির মর্ম্ম-বিষয়ে মনোনিবেশ করা এবং আয়তগুলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও সৎ-নিয়ত সহকারে শ্রবণ করা।

هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ

হাব্ লানা- মেন্ আয্ওয়া-জেনা- অজোর্রীয়্যা-তেনা- কোর্‌রাতা- আ'য়্যোনেঙ্

আমাদের স্ত্রীগণের ও বংশধরদের মধ্য হইতে আমাদিগকে নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করুন। (১৮)

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

অজ্‌আল্‌না লেল্-মোত্তাক্বীনা এমা-মা-। উলা—একা ইয়্যোজ্‌যাওনাল্-গোর্‌ফাতা

এবং আমাদিগকে ধর্ম্মভীরুগণের নেতা করুন এবং তাহাদিগকে প্রতিদানে দেওয়া হইবে—অট্টালিকা ( বেহেশ্‌তী সম্মান )। (১৯)

بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ خٰلِدِيْنَ

বেমা- ছবারূ অইয়্যোলাক্ক্বাওনা ফী-হা- তাহীয়্যাতাঙ্ অছালা-মান্ ?— খা-লেদীনা

যেমন তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল এবং উপস্থাপিত হইবে ( সাদর-সম্ভাষণ ) তথায় দীর্ঘায়ু ও শান্তি দোয়া; চিরস্থায়ী থাকিবে

فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ

ফী-হা। হাছোনাৎ মেছ্‌তাক্বার্‌রাঙ্ অমোক্বা-মা-। ক্বোল্ মা- য়্যা'-বায়ো বেকুম্

তথায়। অতি সুন্দর বাসস্থান ও সুন্দর আবাস। বল, ( হে মোহাম্মদ! ) তোমাদিগকে গ্রাহ্য করেন না

رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

রাব্বী লাওলা- দোআ—য়ো কুম্, ফাক্বাদ্ কাজ্জাব্‌তুম্ ফাছাওফা য়্যাকূনো লেযা-মা-। ৫

আমার প্রতিপালক, যদি তোমরা প্রার্থনা না কর, নিশ্চয় তোমরা মিথ্যা জানিয়াছ অতএব শীঘ্রই শাস্তি পাইবে। (২০)

৫ ৪ — ৬ রুকু

(১৮) অর্থাৎ—ঘর-গৃহস্থলীর কলহাদি আমাদিগকে কষ্ট না দেয় যে, লোক ঐ কলহে লিপ্ত হইয়া দীনও নষ্ট করিয়া বসে।

(১৯) মর্ম্ম এই যে, আমাদের হইতে যে-বংশ চলিবে, তাহারা আমাদের দেখাদেখি পরহেজ্‌গার হয় আর পরহেজগারীতে আমরা উহাদের অগ্রণী হ'ই, আর উহারা আমাদের মোক্তাদি হয়। ফলকথা আমাদিগকে এ-শ্রেণীর নেক করুন যাহাতে লোক আমাদের উত্তম নমুনা দর্শন করতঃ পরহেজ্‌গারী অবলম্বন করে।

(২০) মর্ম্ম এই যে, পয়গাম্বরগণের প্রেরণ এবং কেতাবগুলির নাজেল করণের মধ্যে আল্লার কোন নিজস্ব উদ্দেশ্য নাই, বরং বান্দা মছীব্বত পড়িলে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে, তখন তিনি বান্দার অবস্থার প্রতি রহম করেন এবং ইচ্ছা করেন যে, বান্দা দোজখে না পড়ে। অতএব যাহারা আল্লার আয়ত-গুলিকে মিথ্যা জানে, তাহারা নিজেরাই তো মছীব্বত পড়িলে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে, আর তাহারা নিজেরাই তাহা হইতে انحراف করিয়া থাকে এ-জন্যই তাহারা আজাবের যোগ্যপাত্র আর তাহা অর্থাৎ আজাব ইহাদের মাথা হইতে কোন প্রকারে টলিতে পারে না।

২৬শ ছুরা—শোরা—আ
মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।
অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

এই ছুরায় ১১ রুকু,
২৭৭ আয়ত।

طٰسٓمٓ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○ لَعَلَّكَ

তা- ছী—ন্ মী—ম্। তেল্‌কা আ-য়্যাতোল্-কেতা-বেল্ মোবীন্। লাআল্‌লাকা

ত—ছীন্—মীম্—এই নিদর্শনগুলি স্পষ্ট কেতাবের। (১) সম্ভবতঃ তুমি

بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ

বা খেওন্ নাফ্‌ছাকা আল্‌লা- য়্যাকূনূ মো'মেনীন্। ইন্ নাশা- নোনায্‌যেল্ আলায়হিম্

( মনোকষ্টে ) তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিতে উদ্যত যে, কেন তাহারা ( মক্কাবাসীরা ) ঈমান আনিবে না। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে অবতীর্ণ করিব তাহাদের উপর

مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ○ وَمَا

মেনাছ্‌ছামা—এ আ-য়্যাতান্ ফাজাল্লাৎ আ'না-কোহুম্ লাহা- খা-দ্বেয়ীন। অমা-

আকাশ হইতে এমন নিদর্শন যাহাতে তৎপ্রতি তাহাদের গ্রীবাদেশ ( মস্তক ) অবনত হইবে। আর

يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ

য়্যা'তীহিম্ মেন্ জেক্‌রেম্ মেনার্‌রাহ্‌মা-নে মোহ্‌দাছেন্ ইল্‌লা- কা-নূ আন্‌হো

তাহাদের নিকট এমন কোন নূতন উপদেশ আল্লার তরফ হইতে আসে না যাহা হইতে তাহারা

مُعْرِضِيْنَ ○ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ

মো'রেদ্বীন। ফাক্বাদ্ কাজ্জাবূ ফাছায়্যা'-তীহিম্ আম্‌বা-য়ো মা- কা-নূ বেহী-

মুখ ফিরিয়া লয় না। অতঃপর নিশ্চয় তাহারা মিথ্যা জানিয়াছে ( সুতরাং ) শীঘ্রই তাহাদের নিকট আসিবে উহার প্রতিফল যাহার প্রতি

يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا

য়্যাছ্‌তাহ্‌যেউন। আওয়লাম্ য়্যারাও্ এলাল্-আর্‌দ্বে কাম্ আম্‌বাৎনা- ফী-হা-

তাহারা বিদ্রূপ করিত। তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, আমি কত প্রকার উৎপন্ন করিয়াছি উহাতে

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ

মেন্ কুল্লে যাওজেন্ কারীম। ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাহ্, অমা- কা-না

বিভিন্ন শ্রেণীর ভাল বস্তু! নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষনীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের

(১) নিশানী বলিতে আজাব কিম্বা মো'জেযাহ্, ফলকথা, কোন এরূপ ঘটনা—যাহা মোন্‌কের-দিগকে তাহাদের ঈমান আনার পক্ষে বাধ্য করে।

اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

আক্‌ছারো হুম্ মো'মেনীন্। অ-ইন্‌না রাব্বাকা লাহুঅল্ আযীযোর্‌রাহীম্। ع

অনেকেই ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক—তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। (২)

ع ৫ / ১

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط

অএজ্ না-দা রাব্বেকা মূছা— আনে'-তেল্-কাও্‌মাজ্‌জা-লেমীন ক্বাও্‌মা ফের্‌আওন।

আর যখন তোমার প্রতিপালক মূছাকে অহ্বান করিলেন অত্যাচারী ( গোনাহ্‌গার ) সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে,—ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট।

اَلَا يَتَّقُوْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۙ

আলা- য়্যাত্তাক্বূন্। ক্বা-লা রাব্বে ইন্‌নী— আখা-ফো আঁই-ইয়্যোকাজ্জেবূন।

কেন তাহারা আমাকে ভয় করে না? সে ( মূছা ) বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি ভয় করি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিবে।

وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ○ وَلَهُمْ

অয়াদ্বীকো ছাদ্‌রী অলা- য়্যান্‌তালেকো লেছা-নী ফাআর্‌ছেল্ এলা- হারুন। অলাহুম্

আর ( আলাপ করিতে ) আমার বক্ষ সঙ্কীর্ণ হইবে এবং আমার রসনা ( ভালরূপ ) চলে না অতএব হারুনের প্রতি ( পয়গাম ) প্রেরণ করুন। আর তাহাদের

عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۚ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا

আলায়্যা জাম্‌বোন্ ফাআখা-ফো আঁই-য়্যাক্বতোলূন। ক্বা-লা কাল্‌লা-, ফাজ্‌হাবা-

এক দাবীর অভিযোগ ( কিব্‌তী-হত্যার ) আছে আমার বিরুদ্ধে তাই আমি ভয় করি যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। তিনি ( আল্লাহ্ ) বলিলেন—ইহা ( কখনও ) হইবে না, অতএব তোমরা উভয়ে যাও

بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ○ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ

বেআ-য়্যা-তেনা— ইন্‌না- মাআকুম্ মোছ্‌তামেঊন। ফ্যা'-তেয়্যা- ফের্‌আওনা

আমার নিদর্শনাবলী সহ আমি তোমাদের সহিত শ্রবণকারী ( রহিলাম )। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট

فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا

ফাকূলা— ইন্‌না- রাছুলো রাব্বেল্-আ-লামীন। আন্ আর্‌ছেল্ মাআনা-

গিয়া বল—নিশ্চয় আমরা সমস্ত জগতের প্রতিপালকের রছুল, আমাদের সহিত প্রেরণ কর

(২) তিনি এরূপ জবরদস্ত যে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে উহাদের কুফরীর এখনই শাস্তি দান করেন, আর তিনি দয়াদ্র চিত্ত অর্থাৎ শাস্তিদান করেন।

بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا

বানী— এছ্‌রা—য়ীল্। ক্বা-লা আলাম্ নোরাব্বেকা ফী-না- অলীদাঙ্ অলাবেছ্‌তা ফী-না-

বনী ইসরাইলকে। সে (ফোরউন) বলিল—আমরা কি তোমাকে সন্তানবৎ লালন-পালন করি নাই আমাদের মধ্য (গৃহে) আর তুমি কি অতিবাহিত কর নাই আমাদের মধ্যে (৩)

مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ

মেন্ ওমোরেকা ছেনীন। অফাআল্‌তা ফা'-লাতাকাল্লাতী ফাআল্‌তা অআন্তা

তোমার বয়সের বহু বৎসর এবং তুমি করিলে তোমার এমন কাজ (কিব্‌তী-হত্যা) যাহা তুমি করিলে এবং তুমি

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

মেনাল্- কা-ফেরীন্। ক্বা-লা ফাআল্‌তোহা— এজাঙ্ অআনা- মেনাদ্দ্বা—ল্লীন।

অতিশয় অকৃতজ্ঞ। সে (মুছা) বলিল—আমি তখন উহা ভুলে করিয়াছিলাম।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ

ফাফারার্‌তো মেন্‌কুম্ লাম্মা- খেফ্‌তোকুম্ ফাঅহাবা লী রাব্বী হোক্‌মাঙ্ অজ্বাআলানী

তৎপরে আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম তখন তোমাদের নিকট হইতে পলাইলাম অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিলেন এবং তিনি আমাকে

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ

মেনাল্ মোর্‌ছালীন। অতেল্‌কা নে'-মাতোন্ তামোন্‌নোহা- আলায়্য়া আন্

একজন রছুল করিলেন। আর ইহা আমার প্রতি (তোমার) কিরূপ উপকার যাহার প্রশংসা করিতেছ (উহাতো এই) যে,

(৩) ফেরাউন, হজরত মুছার প্রতি প্রতিপালনের এহ্‌ছান দাবী করিলে হজরত মুছা উহার উত্তর দেন যে, যদি বিশুদ্ধ এহ্‌ছান হইত, তবেই এহ্‌ছান ছিল। কিন্তু আমার প্রতিপালনের এক বিশেষ কারণ ছিল যে, তুমি বানী-এছরায়ীলকে কারাবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলে। উহাদের মধ্য যে পুত্রসন্তান জন্মিত, তাহাদিগকে তুমি অস্ত্রের দ্বারা মারিয়া ফেলিতে। এই অবস্থার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি আর আমার মাতা তোমার ভয়ে আমাকে সিন্দুকে পুরিয়া নীল সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সেই সিন্দুক ভাসিতে ভাসিতে তোমার মহলের কাছে আসিয়া পৌছে, আর তোমার বিবির অন্তরে আল্লাহ্ রহম নিক্ষপ করেন, তিনি আমাকে সিন্দুক হইতে বাহির করাইয়া প্রতিপালন করান। অতএব এ সমস্ত ঘটনা বানি-এছরায়ীলের তোমার গজব-কালে লিপ্ত হওয়ার কারণেই হইয়া ছিল। নচেৎ বানী-এছরায়ীল তোমার কাছে বন্দী হইত না, আর আমিও তোমার দেশে জন্মগ্রহণ করিতাম না এবং আমার মাতা আমাকে সমুদ্রেও নিক্ষেপ করিতেন না, আর আমিও তোমার মহল পর্য্যন্ত পৌছিতাম না এবং তোমার এখানে আমার প্রতিপালনও হইত না, অপিচ আমার প্রতিপালনের আসল কারণই হইল—তোমার সেই জুলুম—যাহা তুমি বানী-এছরাইলের প্রতি করিতে। তোমার জুলুমই যখন আসল কারণ, তখন এরূপ প্রতিপালনের কোন এহ্‌ছান নাই।

আর একটী অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, (প্রতিপানের) এহ্‌ছান—যাহা তুমি আমার প্রতি রাখিয়া থাক, ইহারই বদলে কি তুমি বানী-এছরায়ীলকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছ?

عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

আব্বাৎতা বানী— এছ্রা—য়ীল। ক্বা-লা ফের্আও্নো অমা- রাব্বোল্-আ-লামীন।

তুমি ইস্রাইল বংশধরকে দাসে পরিণত করিয়াছ! ফেরাউন বলিল—কে জগৎসমূহের প্রতিপালক ?

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝

ক্বা-লা রাব্বোছ্ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্দ্বে অমা- বায়্নাহুমা-। ইন্ কোন্তুম্ মূক্বেনীন।

সে ( মুছা ) বলিল—তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যস্থিত সকলেরই প্রতিপালক। যদি তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হও। (৪)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

ক্বা-লা লেমান্ হাও্লাহু— আলা- তাছ্তামেউন্। ক্বা-লা রাব্বোকুম্ অরাব্বো

সে ( ফেরাউন ) তাহার পার্শ্বস্থিত ( পারিষদ ) সকলকে বলিল—তোমরা কি ( মূসার কথা ) শুনিতেছ না ? ( আবার ) সে ( মুছা ) বলিল—তিনি তোমাদের

اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ

আ-বা—একোমোল্ আও্অলীন্। ক্বা-লা ইন্না রাছূলাকোমোল্লাজী— ওর্ছেলা

ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ( পিতৃ-পিতামহের ) প্রতিপালক। সে ( ফেরাউন ) বলিল—নিশ্চয় তোমাদের রছুল যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে

اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ

এলায়্কুম্ লামাজ্নূন্। ক্বা-লা রাব্বোল্-মাশ্রেকে অল্-মাগ্রেবে অমা- বায়্নাহুমা।

তোমাদের নিকট ( সে ) উন্মাদ। সে ( মুছা ) বলিল—তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উভয়ের মধ্যস্থ সকলের প্রতিপালক।

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ

ইন্ কোন্তুম্ তা'কেলূন। ক্বা-লা লাএনেত্তাখাজ্তা এলা-হান্ গায়্‌রী লাআজ্আলান্নাকা

যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও। সে ( ফেরাউন ) বলিল—যদি তুমি আমা ব্যতীত আর কাহাকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় আমি নিক্ষেপ করিব তোমাকে

(৪) ফেরাউনের নিকট হজরত মুছা ফেরাউনের খোদা হওয়ার দলীল তলব করিতেন—সাক্ষ্য দ্বারা! হজরত মুছা ফেরাউন এবং তাহার দলবলকে জ্ঞানের সাক্ষ্য দ্বারা কাএল করিতেন, অর্থাৎ সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার হওয়ার প্রতি استدلال করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, ان كنتم تعقلون ان كنتم موقنين অর্থাৎ যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে এবং জ্ঞানের সাক্ষ্য যদি তোমাদের বিশ্বাস দেওয়াইতে পারে তবে এই-ই সৃষ্টি আল্লার হওয়ার দলীল। আর যদি আদৌ তোমাদের জ্ঞানই না থাকে, কিম্বা জ্ঞানের সাক্ষ্যদানের বিশ্বাসই না থাকে, তবে ইহা তর্ক মাত্র।

مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۚ قَالَ

মেনাল্-মাছ্জুনীন। ক্বা-লা আওয়ালাও জে'-তোকা বেশায়য়েম্ মোবীন। ক্বা-লা

কারাগারে। সে ( মুছা ) বলিল—আমি যদি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করি? সে ( ফেরাউন ) বলিল—

فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ

ফা'-তে বেহী— ইন্ কোন্তা মেনাছ্ছা-দেকীন্। ফাআল্ক্বা আছা-হু ফাএজা- হেয়্যা

উহা আনয়ন কর যদি তুমি সত্যবাদী হও। তৎপরে ( মুছা ) নিক্ষেপ করিল তাহার লাঠী, তখন উহা

ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ

ছো'-বা-নোম্ মোবীন্। অনাযাআ ইয়াদাহূ ফাএজা- হেয়্যা বায়্দ্বা--য়ো

স্পষ্ট অজগরে পরিণত হইল। এবং সে (মুছা) নিজ হস্ত বাহির করিল তখন উহা শুভ্র উজ্জ্বল দেখাইতেছিল

৫৬ / ২ রুকু

لِلنّٰظِرِيْنَ ۚ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ

লিন্না-জেরীন্। ৪ ক্বা-লা লেল্-মালাএ হাওলাহূ— ইন্না হাজা- লাছা-হেরোন্

দর্শকদের নিকট। সে ( ফেরাউন ) তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ( বিশিষ্ট ) পরিষদ্গণকে বলিল—এই ব্যক্তি একজন অভিজ্ঞ

عَلِيْمٌ ۙ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ

আলীমোই ;—ইয়্যোরীদো আই-ইয়োখ্রেজাকুম্ মেন্ আর্দ্বেকুম্ বেছেহ্‌রেহী,

যাদুগর; সে নিজের যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহে;

فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ

ফামা-জা- তা'-মোরূন? ক্বা-লূ— আরজেহ্ অআখা-হু অব্‌আছ্ ফিল্-মাদা—এনে

( এ বিষয়ে ) তোমরা কি পরামর্শ দিতেছ? তাহারা ( ফেরাউনকে ) বলিল—উহাকে এবং উহার ভাইকে অবকাশ দাও, শহরে শহরে প্রেরণ কর

حٰشِرِيْنَ ۙ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ○ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ

হা-শেরীনা; ইয়া'-তূকা বেকুল্লে ছাহ্‌হা-রেন্ আলীম্। ফাজোমেআছ্‌ছাহারাতো

একত্র ( আহ্বান )কারীগণ (৫) তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেকটী অভিজ্ঞ যাদুগর লইয়া আসিবে অতঃপর যাদুগরগণকে একত্রিত করা হইল

(৫) حٰشِرِيْنَ "হাশেরীনা" শব্দের শাব্দিক অর্থ হইতেছে—একত্রকারী। মর্ম্ম হইতেছে সেই লোক—যাহারা শহরে শহরে গমন করে, এবং যাদুগরদিগকে একত্রিত করিয়া লইয়া আইসে। আমি ( অনুবাদক ) আহ্বানকারী তর্জ্জমা গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু উহার সাথে "যাদুগরদিগের একত্র করা" আরও বাড়াইয়া দিয়াছি।

لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝

লেমীক্বা-তে য়্যাও্‌মেম্‌-মা'লূমেঙ্‌ ;— অক্বীলা লিন্‌না-ছে হাল্‌ আন্তুম্‌ মোজ্‌তামেউনা।—
নির্দ্দিষ্ট দিনে ( চুক্তি মোতাবেক ), এবং লোকদিগকে বলা হইল—তোমরাও কি একত্রিত হইতেছ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝ فَلَمَّا

লাআল্‌লানা নাত্তাবেওছ্‌ছাহারাতা ইন্‌ কা-নূ হুমোল্‌-গ্বা-লেবীন্‌। ফালাম্মা-
এই জন্য যে, আমরা অনুসরণ করিব ঐ যাদুগরদিগের ( মুছা ও হারুনের ) যদি তাহারা জয়ী হয় ? (৬)
তৎপর যখন

جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا

জ্বা—আছ্‌ছাহারাতো ক্বা-লূ লেফের্‌আও্‌না আএন্‌না লানা- লাআজ্‌রান্‌ ইন্‌ কোন্‌না
যাদুগরগণ আসিল ফেরাউনকে বলিল—আমরা কি কোন পুরস্কার পাইব যদি আমরা

نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

নাহ্‌নোল্‌-গ্বা-লেবীন। ক্বা-লা নাআম্‌ অইন্‌নাকুম্‌ এজাল্‌-লামেনাল্‌-মোকার্‌রাবীন্‌।
জয়যুক্ত হই ? সে ( ফেরাউন ) বলিল—হাঁ, নিশ্চয় তোমরা তখন আমার নিকটবর্ত্তীদের মধ্যে
পরিগণিত হইবে।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ

ক্বা-লা লাহুম্‌ মূছা— আল্‌কূমা— আন্তুম্‌ মোল্‌কূন্‌। ফাআল্‌ক্বাও্‌ হেবা-লাহুম্‌
তাহাদিগকে মুছা বলিল—যাহা নিক্ষেপ করিবে নিক্ষেপ কর। তাহারা তাহাদের দড়ি ও

وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

অএছীয়্যাহুম্‌ অক্বা-লূ বেএয্‌যাতে ফের্‌আও্‌না ইন্‌না- লানাহ্‌নোল্‌-গ্বা-লেবূন্‌।
লাঠীগুলি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল— ফেরাউনের শক্তিবলে নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব।

(৬) ফেরাউনের হজরত মুছার সম্বন্ধে শুরু হইতেই যাদুগর হওয়ার বিশ্বাস ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের ইহাও বিশ্বাস ছিল যে, নিজের যাদুগর দ্বারা মুছাকে ফেরাউন পরাজিত করিবে। ফেরাউন রহস্যভাবে এই ঘোষণা করিয়াছিল। উহার আসল উদ্দেশ্য ছিল—লোক জড় করা। অতএব এ-অবস্থায় যাদুগর বলিতে হজরত মুছা, হজরত হারুণ এবং ইহাদের সঙ্গী বানী এছ্‌রায়ীল। কিম্বা যাদুগর বলিতে সেই যাদুগর—যাহাদিগকে ফেরাউন জড় করিয়াছিল। অতএব ঘোষণাকারীর এই মর্ম্ম দাঁড়াইবে যে, যদি আমরা ( যাদুগর ) বিজয়ী হ'ই তত্রাচ আমরা উহাদেরই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু ফেরাউনের এরূপ বলাও রহস্যভাবে ছিল। কারণ, উহার যাদুগর পয়গাম্বরীর দাবীদার ছিল না, আর উহারা উহাদের দীনের দাওয়তও কাহাকে বরিত না। বরং উহাদিগকে ফেরাউনের প্রজার মধ্যে গণ্য করা হইত।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

ফাআল্কা- মূছা- আছা-হু ফাএজা- হেয়্যা তাল্কাফো মা- য়্যা'-ফাকূন্।

তৎপর মূছা নিজের 'আছা' ( লাঠী ) নিক্ষেপ করিল তখন উহা ( লাঠী ) গিলিয়া ফেলিল যাহা তাহারা ( যাদুগরেরা ) বানাইয়াছিল।

---

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ফাওল্কেয়্যাছ্ছাহারাতো ছ-জেদীনা ;—কা-লূ— আ-মান্না- বেরাব্বেল্-আ-লামীনা ;—

( ইহা দেখিয়া ) যাদুগরগণ সেজ্দায় পতিত হইল ;—বলিল, আমরা সারাজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম—

---

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

রাব্বে মূছা- অহা-রূন্। কা-লা আ-মান্তুম্ লাহূ কাব্লা আন্ আ-জানা লাকুম্,

( তিনিই ) মূছা ও হারূনের প্রতিপালক। সে ( ফেরাউন ) বলিল—কি! আমার অনুমতি লইবার পূর্ব্বে তোমরা তাহার ( মূছার ) প্রতি ঈমান আনিলে!

---

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ইন্নাহূ লাকাবীরোকোমোল্লাজী আল্লামাকোমোছ্ছেহ্‌রা, ফালাছাওফা তা'লামূন।

নিশ্চয় সে ( মূছা ) তোমাদেরই শিক্ষাগুরু, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে, সুতরাং অতি শীঘ্র তোমরা ( প্রতিফল ) জানিতে পারিবে।—

---

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ

লা ওকাত্তেআন্না আয়্দেয়্যাকুম্ অআর্জোলাকুম্ মেন্ খেলা-ফেঙ্ অলাওছাল্লেবান্নাকুম্

নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্তগত বিপরিত দিকের ( এক দিকের হাত অন্য দিকের পা ) কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি শূলে চড়াইব তোমাদের

---

أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا

আজ্‌মায়ীন্। কা-লূ লা- দ্বয়্‌রা; ইন্না— এলা- রাব্বেনা- মোন্কালেবূন্। ইন্না

সকলকে। (১) তাহারা বলিল—কোনই ক্ষতি নাই, আমাদিগকে তো আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। নিশ্চয় আমরা

---

نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا

নাৎমায়ো আঁই-য়্যাগ্‌ফেরা লানা— রাব্বোনা- খাতা-য়্যানা-— আন্ কোন্না

আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবেন এই জন্য যে, আমরাই

---

(১) হস্ত-পদ উল্টা-সিধা কর্ত্তন বলিতে দক্ষিণ হস্ত এবং বাম পদ—যাহাতে সমস্ত শরীর অকেজো হইয়া যায়।

اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْٓ

আও্অলাল্-মো'-মেনীন্। ৫ অ আও্হায়্না— এলা- মূছা— আন্ আছ্রে বেএ্বা-দী

প্রথম ঈমানদার। আর আমি ( আল্লাহ্ ) মুছাকে আদেশ করিলাম যে, রাতারাতি আমার দাসগণ ( বানী ইছ্রাইল )সহ বাহির হইয়া পড়-–

৫ ৭ — ৩ রুকু

اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۚ

ইন্না কুম্ মোত্তাবাউন্। ফাআর্ছালা ফের্আওনা ফিল্মাদা—য়েনে হা-শেরীন্।

নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদানুসরণ কর হইবে। অতঃপর ফেরাউন ( একত্রিত করিতে ) শহরে শহরে আহ্বনকারী পাঠাইল।—

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۙ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۙ

ইন্না হা— উলা—য়ে লাশের্জেমাতোন্ ক্বালীল্না-, অ ইন্নাহুম্ লানা- লাগ্বা—য়েজুনা,

নিশ্চয় উহারা ( বানী এছ্রাইল ) ক্ষুদ্র দল আর প্রকৃত তাহারা আমাদের বড় দুশমন,

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۚ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّ

অ ইন্না- লা- জ্বামীউন্ হা-জেরূন। ফাআখ্রাজ্না-হুম্ মেন্ জ্বান্নাতেঁও্

এবং নিশ্চয় আমরা সকলে সতর্ক আছি। অতঃপর আমি ( আল্লাহ্ ) বাহির করিলাম তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ,

عُيُوْنٍ ۙ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا

অ ওইয়্যোনেঁও—অকোনূযেঙ্ অ মাক্বামেন্ কারীমেন্—কাজা-লেক্। অ আও্রাছ্না-হা

ঝরণা, ধনভাণ্ডারগুলি ও মনোরম আবাস হইতে এইরূপে। এবং উহাদের ওয়ারেশ করিলাম ( শাম দেশে )

بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۚ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَرَآءَ

বানী- এছ্রা—য়ীল্। ফাআৎবাউ হুম্ মোশ্রেক্বীন্। ফালাম্মা- তারা— আল্

বানী ইছ্রাইলকে। (৮) অতঃপর তাহারা সকলেই তাহাদের ( বানী ইছ্রাইলদের ) অনুসরণ করিল। পূনরায় যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিতে পাইল

الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۚ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ

জ্বাম্আ-নে ক্বা-লা আছ্হাবো মূছা- ইন্না লামোদ্রাকুন্, ক্বা-লা ক্বাল্লা-, ইন্না

তখন মুছার সহচরেরা বলিল—নিশ্চয় আমরা ধরা পড়িলাম, সে ( মুছা ) বলিল—ইহা কখনও নয়—নিশ্চয়

(৮) ফেরাউনের ডুবিয়া যাওয়ার পরে ত্বরিতই তো বানী ইছ্রাইল মিছরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নাই, কিন্তু এক দীর্ঘ সময় পরে অবশ্য এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, মিছর দেশও বানী ইছ্রাইলের সাম্রাজ্যের মধ্যে সামিল হইয়া ছিল।

مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ○ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ

মাএইয়া রাব্বী ছায়্যাহ্‌দীন্। ফাআওহায়্‌না— এলা- মূছা- আনেদ্ব্‌রেব্ বেআছা-কাল্

আমার সহিত আমার প্রতিপালক আছেন, তিনি সত্বর আমাকে ( মুক্তির ) পথ দেখাইবেন। অতঃপর আমি মুছার প্রতি আদেশ দিলাম যে, তুমি তোমার লাঠীদ্বারা আঘাত কর

---

الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ج وَاَزْلَفْنَا

বাহ্‌র্। ফান্ ফালাকা ফাকা-না কুল্‌লো ফের্‌কেন্ কাত্তাও‌দেল্ আজীমে, অআয্‌লাফ্‌না-

সমুদ্রে। অতঃপর সমুদ্র অবশ্য ফাটিয়া খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হইল—প্রত্যেক খণ্ড উচ্চ পাহাড়ের ন্যায়, আর আমি নিকটবর্ত্তী করিলাম

---

ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ج وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ج ثُمَّ

ছাম্মাল্ আ-খারীন্। অআন্- জ্বায়্‌না- মূছা- আ মাম্ মাআহু 'আজ্‌মায়ীনা, ছুম্মা-

সেই স্থলে দ্বিতীয় দলকে। এবং রক্ষা করিলাম আমি মুছা ও তাহার সঙ্গী সকলকে, আবার

---

اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ

আগ্‌রাক্‌নাল্ আ-খারীন্। ইন্‌না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাহ্। অমা- কানা

ডুবাইলাম আমি দ্বিতীয় ( ফেরাউনের ) দলকে। নিশ্চয় ইহাতে ( শিক্ষাপ্রদ ) নিদর্শন আছে। আর তাহাদের

---

اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

আক্‌ছারো হুম্ মো'মেনীন্। অ ইন্‌না রাব্বাকা লাহু অল্ আযীযোর্‌রাহীম। ৫

অধিকাংশই ঈমানদার নহে। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু। (৯)

৫ ৮ / ৪ রুকু

---

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ م اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ

অৎলো আলায়্‌হিম্ নাবাআ এব্‌রাহীম্॥ এজ্ কা-লা লে আবী-হে অ কাও্‌মেহী

( হে নবি! ) তাহাদিগকে ( মক্কাবাসীকে ) ইব্রাহীমের ঘটনা পড়িয়া শুনাও। যখন সে ( ইব্রাহীম ) তাহার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলিল—

---

مَا تَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○

মা- তা' বোদূন্? কা-লূ না'বোদো আছ্‌নামান্ ফানাজাল্‌লো লাহা- আ-কেফীন্।

তোমরা কাহার উপসনা করিতেছ? তাহারা বলিল—আমরা মূর্ত্তির উপসনা করিতেছি এবং তাহাদেরই ( আশে-পাশে থাকিয়া ) সেবা করিতেছি।

---

(৯) আল্লাহ্ জবরদস্ত যে, ফেরাউন এবং উহার কওমকে ডুবাইয়া দিলেন। তিনি করুণাধার যে, এ সময়ের কাফেরদিগকে সহসা শাস্তি দেন না। ফলকথা, তিনি ক্ষমতা এবং ছাড়িয়া দেওয়া উভয় প্রশংসাই রাখেন এবং সুযোগক্ষেত্রে উভয় প্রশংসার প্রকাশ করেন। কিম্বা এই ভিত্তিতে তিনি বানী ইছ্‌রাইলের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন যে, তাহাদিগকে ফেরাউনের আক্রোশ কবল হইতে নাজাত দেন

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۙ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

কা-লা- হাল্ য়্যাছ্মাউনাকুম্ এজ্ তাদ্উনা, আও্ য়্যান্ফাউনাকুম্ আও্ য়্যাদ্বোর্রূন্।
সে বলিল—যখন তোমরা তাহাদিগকে ডাক তখন তাহারা কি শুনিতে পায় অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে ?

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَ

কা-লু বাল্ অজ্বাদ্না— আ-বা— আনা- কাজা-লেকা য়্যাফ্আলূন্। কা-লা আফারা
তাহারা বলিল -( তাহা কিছুই নহে ) বরং আমরা পিতৃ-পিতামহদের এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল—তোমরা কি ( সে বিষয়ে )

ءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۙ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۙ

আয়্তুম্ মা- কোন্তুম্ তা'বোদূনা— আন্তুম্ অআবা—ওকুমোল্ আক্দামূন্ ?
চিন্তা করিয়াছ যে, তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পিতামহ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছ ?

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۙ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

ফাইন্নাহুম্ আদূবোল্লী— ইল্লা- রাব্বাল্ আ-লামীনাল্—লাজী খালাক্বানী ফাহুঅ
তাহারা আমার শত্রু (১০) ( আমি তাহাদের উপসনা করি না ) কিন্তু সারাজগতের প্রতিপালক ( তিনিই আমার প্রকৃত বন্ধু ) যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই

يَهْدِينِ ۙ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۙ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

য়্যাহ্দীনে, অল্লাজী হুঅ ইয়্যোৎয়েমোনী অ ইয়াছ্কীনে, অএজা- মারেদ্ব্তো ফাহুঅ
আমাকে ( ইহপরকালের ) সুপথ দেখান, তিনি আমাকে আহার করান ও পান করান, আর যখন পীড়িত হই তিনিই

يَشْفِينِ ۙ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۙ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ

ইয়াশ্ফীনে, অল্লাজী ইয়্যোমীতোনী ছুম্মা ইয়্যোহ্য়ীনে, অল্লাজী আৎমা'ও আঁই
আমাকে রোগমুক্ত করেন, তিনিই আমাকে মারিবেন এবং ( মৃত্যুর পর ) পুনরায় আমাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট আমি আশা রাখি যে,

يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۙ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي

ইয়্যাগ্ফেরালী খাতী—আতী য়্যাও্মাদ্দীন্। রাব্বেহাবলী হোক্মাও্ অ আল্হেক্নী
তিনিই কেয়ামতের দিন আমার ক্রটীসমূহ ক্ষমা করিবেন। হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করুন এবং মিলিত করুন আমাকে

(১০) অর্থাৎ আমি উহাদের সহিত শত্রুতা রাখি।

بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّ

বেছ্‌ছা-লেহীনা, অজ্‌ আল্‌ লী লেছানা ছেদ্‌কেন্‌ ফিল্‌ আ-খেরীনা, অজ্‌আল্‌নী মেঙ্‌

নেককারদের ( নবীগণের ) সহিত, এবং ভাবী বংশধরদের নিকট আমার সুখ্যাতি জারী রাখুন ও আমাকে

رَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

অ রাছাতে জান্নাতেন্‌ নায়ীমে, অগ্‌ফের্‌ লেআবী—ইন্নাহু কা-না মেনাদ্দ্বা—ল্লীনা,

নেয়ামত সম্ভারে পূর্ণ বেহেশ্‌তের অন্যতম ওয়ারেশ করুন এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় সে পথভ্রান্তদের মধ্যে,

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ

অলা- তোখ্‌যেনী ইয়্যাওমা ইয়্যোব্‌আছূনা, ইয়্যাও্‌মা লা- ইয়্যান্‌ফাও মা-লোঙ্‌ অলা-বানূনা,

পুনরুত্থানের দিনে আমাকে অপদস্থ করিবেন না, সেদিন ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসিবে না,

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۙ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

ইল্লা- মান্‌- আতাল্লা-হা বেক্বাল্‌বেন্‌ ছালীম্‌। অ ওয়্‌লেফাতেল্‌ জান্নাতো

কিন্তু যে ব্যক্তি নীরোগ ( নিষ্পাপ ) অন্তর লইয়া আল্লার নিকট সমুপস্থিত হইবে ( সেদিন সেই মুক্তি পাইবে )। আর ( সেদিন ) বেহেশ্‌ত নিকটবর্ত্তী হইবে

لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۙ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا

লিল্‌ মোত্তাক্বীনা, অ বোর্‌রেযাতেল্‌ জাহীমো লিল্‌ গ্বাবীনা, অ ক্বীলা লাহুম্‌ আয়্‌নামা-

ধর্ম্মভীরুগণের জন্য এবং দোজখ প্রকাশিত হইবে অবাধ্যগণের জন্য, আর তাহাদিগকে বলা হইবে— এখন তাহারা কোথায়—

كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۙ

কোন্তুম্‌ তা'বোদূনা, মেন্‌ দূনেল্লা-হ ? হাল্‌ ইয়্যান্‌ছোরূনাকুম্‌ আও্‌ ইয়্যান্‌তাছেরূন্‌-?

আল্লাকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদের উপসনা করিতে ? তাহারা ( এখন ) কি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে অথবা প্রতিকার করিতে পারিবে ?

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۙ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۙ قَالُوْا وَهُمْ

ফাকোব্‌কেবূ ফীহা- হুম্‌ অলগ্বাবূনা, অ জোনুদো ইব্‌লীছা আজ্‌মাউন্‌। ক্বা-লূ অহুম

অতঃপর তাহাদিগকে, অবাধ্যগন ও ইবলিছের সৈন্য ( অনুসারী )গণ সকলকে তথায় ( দোজখে ) নতমুখ করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা

فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ

ফীহা- য়্যাখ্‌তাছেমূনা, তাল্লা-হে ইন্ কোন্‌না- লাফী- দ্বালালেম্ মোবীনেন্, এজ্

পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে—আল্লার শপথ আমরা নিশ্চয়ই প্রকাশ্য ভ্রান্তপথে ছিলাম, যখন ( হে মিথ্যা উপাস্য )

نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

নোছাওবীকুম্ বেরাব্বেল্ আলামীনা; অমা— আদ্বাল্লানা- ইল্লাল্ মোজ্‌রেমূন।

আমরা তোমাদিগকে সারাজগতের প্রতিপালকের সমতুল্য জ্ঞান করিতাম; আমাদিগকে ( অপর ) পাপীরা পথভ্রান্ত করিয়াছে।

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝ فَلَوْ اَنَّ لَنَا

ফামা- লানা- মেন্ শাফেয়ীনা, অলা- ছদীক্কেন্ হামীম্। ফালাও্ আন্‌না লানা-

( এখন তো ) কেহই আমাদের সোপারেশকারী নাই বা দুঃখকাতর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই, ( পরিতাপ ! ) যদি আমরা

كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا

কার্‌রাতান্ ফানাকূনা মেনাল্ মো'মেনীন্। ইন্‌না ফী জালেকা লাআ-য়্যাহ্। অমা-

আর একবার ( পৃথিবীতে ) ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তবে আমরা ঈমানদার হইতাম। নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে।

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

কা-না আক্‌ছারোহুম্ মো'মেনীন্। অ ইন্‌না রাব্বাকা লাহু অল্ আযীযোর্‌রাহীম্

কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ঈমানদার নহে। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু।

ع ৯ ৫ রুকু

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ﹰنِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ

কাজ্জাবাৎ কাওমো নূহে নেল্ মোর্‌ছালীনা, এজ্‌কা-লা লাহুম্ আখূহুম্ নূহোন্

( এইরূপে ) নূহের সম্প্রদায় রছুলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করিল, (১১) যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভাই নূহ বলিল—

اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

আলা- তাত্তাকূন্? ইন্‌নী লাকুম্ রাছূলোন্ আমীনোন্, ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্।

তোমরা কেন আল্লাকে ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রছুল (১২) সুতরাং তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

(১১) পয়গাম্বরদিগকে মিথ্যা জানার অর্থ এই যে, এক নূহকে কি মিথ্যা জানিয়াছে—সমস্ত পয়গাম্বরকে মিথ্যা জানিয়াছে। কারণ, সমস্ত পয়গাম্বরই আল্লার প্রেরিত এবং সকলেই হইতেছেন বরহক এবং সকলেরই দীন এক, বিধি-বিধানে অবশ্য পার্থক্য রহিয়াছে।

(১২) যেহেতু রছুলের একদিকে আল্লার সহিত সম্বন্ধ থাকে, আর অন্য দিকে ওম্মতের সহিত কাজেই কখনও তাঁহাকে আল্লার রছুল বলা হয়, কারণ আল্লাহ্ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى

অমা— আছ্আলোকুম্ আলায়্হে মেন্ আজ্‌রেন্, ইন্ আজ্‌রিয়্যা ইল্লা- আলা-
আমি তোমাদের নিকট ইহার ( বিনিময়ে ) কোন প্রতিদান চাহি না আমার প্রতিদান

---

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ

রাব্বেল্ আ-লামীন্। ফাত্তাক্বুল্লা-হা অআতীউন্। ক্বা-লূ— আনো'মেনো লাকা
সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে। অতএব তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তাহারা ( নূহের সম্প্রদায় ) বলিল—আমরা তোমার প্রতি কেমন করিয়া ঈমান আনিব

---

وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۚ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ اِنْ

অত্তাবাআকাল্ আর্‌জালূন্? ক্বা-লা অমা- এল্‌মী বেমা- কা-নূ য়্য'-মালূনা, ইন্
---নীচ লোকেরা তো তোমার অনুগত হইয়াছে? সে বলিল---তাহারা ( অনুগত লোক ) যাহা করে তাহা আমি জানিনা ( প্রয়োজন নাই )

---

حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ

হেছাবোহুম্ ইল্লা- আলা- রাব্বী লাও্ তাশ্‌ওরূন্। অমা— আনা বেতা-রেদেল্
তাহাদের হিসাব আমার প্রতিপালকের নিকট যদি তোমরা বুঝিতে পারিতে। আমি বিতাড়নকারী নই

---

الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ

মো'মেনীনা। ইন্ আনা- ইল্লা- নাজীরোম্ মোবীন্। কা-লূ লাএল্ লাম্ তান্তাহে
ধর্ম্ম বিশ্বাসীদের, কেবলমাত্র আমি ( খোদার শাস্তি বিষয়ে ) প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী। তাহারা বলিল—যদি তুমি বিরত না হও,

---

يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ

ইয়া নূহো লাতাকুনান্না মেনাল্ মারজুমীন। ক্বা-লা রাব্বে ইন্না ক্বাওমী
হে নূহ! তবে নিশ্চয় তোমাকে পাথর মারা হইবে। সে ( নূহ ) বলিল---হে আমার প্রতিপালক নিশ্চয় আমার সম্প্রদায়

---

কখনও তাঁহাকে ওম্মতের রছুলে বলা হয়, কারণ তাঁহাকে ওম্মতের দিকে পাঠানো হইয়াছে। আমানতদারেরও দুইটী দিক হইতে পারে। এক এই যে আল্লাহ্ অহীর উপর রছুলের বিশ্বাস করিয়াছেন যে, রছুল ঠিকভাবে নির্দ্দেশ বান্দাকে পৌঁছাইবেন। কিম্বা এই যে, রছুল লোকের মধ্যে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করা যাইত যে, রছুল মিথ্যা বলিতেন না। এ অবস্থায় যেখানে যেখানে لکم رسول امین এর শব্দ আসিয়াছে, সেখানে সেখানে এই অর্থই বুঝিতে হইবে।

كَذَّبُوْنِ ۚ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ

কাজ্জাবুন। ফাফ্‌তাহ্‌ বায়্‌নী অ বায়্‌নাহুম্‌ ফাৎহাঙ্‌ অ নাজ্জেনী অ মাম্‌ মায়েইয়া

আমাকে মিথ্যাবাদী জানিয়াছে। অতঃপর আমার ও তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দেন এবং রক্ষা করুন আমাকে

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۚ

মেনাল্‌ মো'-মেনীন্‌। ফাআন্‌জায়্‌না-হু অ মাম্‌ মাআহূ ফিল্‌ ফোল্‌কেল্‌ মাশ্‌হূনে,

ও আমার ঈমানদার সঙ্গীকে। তৎপর আমি ( আল্লাহ্‌ ) তাহাকে ( নূহকে ) ও জাহাজে বোঝাইকৃত তাহার সঙ্গীগণকে রক্ষা করিলাম,

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا

ছুম্মা আগ্‌রাক্‌না- বা'দোল্‌ বা-ক্বীন। ইন্‌না ফী জা-লেকা লা আ-য়্যাহ্‌। অমা—

পুনরায় অবশিষ্টগুলিকে ডুবাইয়া দিলাম। ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

কা-না আক্‌ছারোহুম্‌ মো'-মেনীন্‌। অ ইন্‌না রাব্বাকা লাহুঅল্‌ আযীযোর্‌রাহীম। ৬

অধিকাংশই ঈমানদার নহে। আর তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু।

ع ١٠ | ৬ রুকু

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا

কাজ্জাবাৎ আ-দোনেল্‌ মোর্‌ছালীনা, এজ্‌ কা-লা লাহুম্‌ আখূহুম্‌ হূদোন্‌ আলা-

( এইরূপে ) 'আদ' সম্প্রদায় রছুলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছিল, যখন তাহাদের ভাই হূদ তাহাদিগকে বলিল---কেন

تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ وَمَا

তাত্তাকূন! ইন্‌নী লাকুম্‌ রাছুলোন্‌ আমীনোন্‌— ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্‌। অমা—

তোমরা ( আল্লাকে ) ভয় করিতেছ না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রছুল অতএব তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। আর

اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ

আছ্‌আলোকুম্‌ আলায়হে মেন্‌ আজ্‌রেন্‌ ইন্‌ আজ্‌রিয়্যা ইল্‌লা- আলা- রাব্বেল্‌

আমি তোমাদের নিকট ইহার ( বিনিময়ে ) কোন প্রতিদান চাহি না, সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে।

ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ

আলামীন্। আতাব্নুনা বেকুল্লে রীয়েন্ আয়্যা-তান্ তা'বাছুনা, অ তাত্তাখেজুনা

তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে ( অনর্থক ) স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছ এবং

---

مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝

মাছা-নেয়্যা লাআল্লাকুম্ তাখ্লোদুন্? অএজা- বাতাশ্তুম্ বাতাশ্তুম্ জাব্বা-রীনা,

কারুকার্য্য শোভিত অট্টালিকাসমূহ প্রস্তুত করিতেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে? (.৩)

আর যখন তোমরা ( কাহারও উপর ) হস্তক্ষেপ কর খুবই নির্দ্দয় ভাবে ( তাহাকে ) ধর;

---

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۝

ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্। অত্তাকুল্লাজী— আমাদ্দাকুম্ বেমা- তা'-লামূনা,

অনন্তর আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন---যাহা তোমরা অবগত আছ,---

---

أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ۝ وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝ إِنِّىٓ أَخَافُ

আমাদ্দাকুম্ বে আন্ আমেঙ্ অ বানীনা— অজ্জান্নাতেঙ্ অ ওইয়োনেন্ ইন্নী।—আখা-ফো

তিনি অগণিত পশু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যানসমূহ ও ঝরণাগুলি দান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি

---

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ

আলায়কুম্ আজা-বা য়্যাওমেন্ আজীম। কা-লূ ছাওয়া—উন্ আলায়না— আওআজ্তা

তোমাদের প্রতি সেই ভীষণ দিনের শাস্তির। তাহারা বলিল--- আমাদিগকে তোমার উপদেশ দেওয়া

---

(১৩) 'আদ' সম্প্রদায় ভাস্কর কার্য্যে অর্থাৎ প্রস্তর-শিল্পে নিপুণ ছিল, এমন কি তাহারা অনাবশ্যক উহাতে সময় নষ্ট করিত। পর্ব্বতগাত্রে খোদিত করিয়া তাহারা বিভিন্ন প্রকার বাসস্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করিত। অধুনা যেমন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ মুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, উহাদের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই বুঝিতে পারা যায় যে, উহাতে কোন সার্থকতা নাই। কারণ চিরকাল স্থায়ীত্বের পরিচয় আমরা কোরআনে পাকের كل من عليها فان অর্থাৎ "চীরজীবি আল্লাহ্ ব্যতীত সবই ধ্বংসে পরিণত হইবে" এই সত্য বাণীতে বেশ বুঝিতে পারি। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, 'স্মৃতিস্তম্ভ,' 'মাজার' ও দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণে লোক লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। অথচ কিছুদিন পরে উহার নির্ম্মাণকারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। স্মৃতিস্তম্ভ, পিরামিড প্রভৃতি নির্ম্মানের দিক দিয়া মিসরই জগতের মধ্যে প্রাচীন ও সুবিখ্যাত। তথায় যেরূপ মনোরম ও মজবুত পিরামিড ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জগতে দুর্ল্ভ। কোনও কোনটীতে খোদিত লেখাও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কোথায় তাহার নির্ম্মাণকারী? তাহার এখন প্রকৃত অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে। ফলকথা, "নিত্য আল্লাহ্ পাকের নামই থাকিবে" এই ভাবধারা মোছলমানের থাকা উচিত। তদ্ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংশীল সুতরাং নির্ব্বোধ মানুষই অনর্থক কার্য্যে লিপ্ত হয়।

اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

আম্‌লাম্ তাকোম্ মেনাল্ ওয়াএজীনা, ইন্ হা-জা— ইল্‌লা- খোলোক্কোল্ আও্ওয়লীন,
না দেওয়া সমান কথা ( কেননা ) ইহা তো ( শাস্তির ভয় প্রদর্শন ) পূর্ব্বেকার লোকদের ( মামুলী ) রীতি,

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ

অমা- নাহ্‌নো বেমোআজ্জাবীন্। ফাকাজ্জাবুহো ফাআহ্‌লাক্‌না- হুম্। ইন্‌না ফী
আমাদের তো আজাবেই হইবে না। ( ফলতঃ ) তাহারা তাহাকে ( হূদকে ) মিথ্যাবাদী জানিল।
স্থতরাং আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলাম। নিশ্চয়

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ

জা-লেকা লা আ-য়্যাহ্। অমা- কা-না আক্‌ছারোহুম্ মো'মেনীন্। অ ইন্‌না রাব্বাকা
ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই ঈমানদার নহে। এবং নিশ্চয়
তোমার প্রতিপালক

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ ع كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ

লাহুঅল্ আযীযোর্‌রাহীম। ع কাজ্জাবাৎ ছামূদোল্ মোর্‌ছালীনা। এজ্ ক্বা-লা
পরাক্রমশালী দয়ালু। ( এইরূপ ) ছামুদ সম্প্রদায় রছুলগণকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিল। যখন

ع ১১ / ৭ রুকু

لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

লাহুম্ আখূহুম্ ছা-লেহোন্ আলা- তাত্তাকূনা ! ইন্‌নী লাকুম্ রাছূলোন্ আমীনোন্,
তাহাদিগকে তাহাদের ভাই ছালেহ্ বলিল—কেন তোমরা ( আল্লাকে ) ভয় করিতেছ না ? আমি
তোমাদের বিশ্বস্ত রছুল,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ

ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্। অমা- আছ্আলোকুম্ আলায়্‌হে মেন্ আজ্‌রেন্,
অতএব তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার
( বিনিময়ে ) কোন প্রতিদান চাহিনা,

اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا

ইন্ আজ্‌রীয়া ইল্‌লা আলা- রাব্বেল্ আ-লামীন। আ তোৎরাকুনা ফী মা- হা-হুনা—
সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে। তোমরা কি এখানে ঐ ( নেয়ামত )-
গুলি ছাড়িয়া যাইবে

اٰمِنِيْنَ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۝

আ-মেনীনা, ফী জান্‌নাতেঙ্ অ ওইয়োনেঙ্— অ যোরূয়েঙ্ অনাখ্‌লেন্ তাল্‌য়োহা- হাদ্বীম!
অক্ষয়রূপে যাহা উদ্যানসমূহে, ঝরণাতে, ক্ষেতগুলিতে ও খেজুরে যাহার কোষগুলি ( ফলভারে ) নীচু
হইয়া পড়িতেছে ?

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۚ

অ তান্‌হেতুনা মেনাল্‌ জেবা-লে বোয়ূতান্‌ ফা-রেহীন। ফা-ত্তাকুল্লা-হা অ আতীউনে;

আর ( চিরকালের জন্য কি ) তোমরা পাহাড়সমুহে খোদিত করিয়া গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতেছ? তবে আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

---

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۙ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

আলা- তোতীউ— আম্‌রাল্‌ মোছ্‌রেফীনাল্‌—লাজীনা ইয়োফ্‌ছেদূনা ফিল্‌ আর্‌দ্বে

আর ঐ সমস্ত ( অসৎ ) লোকের কথা মানিত না যাহারা সীমাতিক্রম করে তাহারাই পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করে

---

وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۚ مَا أَنْتَ

অলা- ইয়োছ্‌লেহুন। কা-লূ— ইন্নামা আন্তা মেনাল্‌ মোছাহ্‌হারীনা। মা— আন্তা

এবং সংকার্য্য করে। তাহারা ( ছামুদ সম্প্রদায় ) বলিল—নিশ্চয় ) তুমি যাদুমুগ্ধ হইয়াছ! তুমি তো

---

إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۖ فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

ইল্লা— বাশারোম্‌ মেছ্‌লোনা, ফা'-তে বে আ-য়্যাতেন্‌ ইন্‌ কোন্তা মেনাছ্‌ছাদেকীন।

আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন ( মোজেজা ) আন।

---

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۚ

কা-লা হা-জেহী- না-কাতোল্‌লাহা- শের্‌বোঙ্‌ অ লাকুম্‌ শের্‌বো য়্যাও্‌মেম্‌ মা'-লূম্‌।

সে ( ছালেহ্‌ ) বলিল—এই উষ্ট্রী রহিল, নির্দ্ধারিত দিনে ইহা এক দিন পানী পান করিবে এবং তোমরাও এক দিন পানী পান করিবে।

---

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

অলা- তামাছ্‌ছু হা-বেছু—এন্‌ ফায়্যা-খোজাকুম্‌ আজা-বো য়্যাও্‌মেন্‌ আজীম।

আর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে তোমাদের উপর ভীষণ দিনের শাস্তি আসিবে।

---

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ۙ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي

ফাআকারূহা- ফাআছ্‌বাহূ না-দেমীনা; ফা-আখাজাহুমোল্‌ আজাব্‌। ইন্না ফী

অনন্তর তাহারা উহার ( উষ্ট্রীর ) পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলিল (১৪) অতঃপর তাহারা অনুতপ্ত হইল, পরিশেষে তাহাদের উপর শাস্তি আসিল। নিশ্চয়

---

(৪) পায়ে গোড়ালীর উপরিভাগে যে শিরা থাকে উহা কাটিয়া ফেলিলে কোন প্রাণী চলাফেরা করিতে পারে না, শেষকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোট কথা উহারা সেই উষ্ট্রীকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল।

ذَٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ

জা-লেকা লা আ-য়্যাহ্। অমা- কা-না- আক্‌ছারোহুম্ মো'-মেনীন। অ ইন্না রাব্বাকা
ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই ঈমানদার নহে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ

লাহুঅল্ আযীযোর্‌রাহীম। ع কাজ্জাবাৎ ক্বাও্‌মো লুতেনেল্ মোর্‌ছালীনা, এজ্ ক্বা-লা
পরাক্রমশালী দয়ালু। (এইরূপে) লুতের সম্প্রদায়ও রছুলগণকে মিথ্যাবাদী জানিয়াছিল, যখন

ع ১২ ৮ রুকু

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

লাহুম্ আখুহুম্ লুতোন্ আলা- তাত্তাকুন। ইন্নী লাকুম্ রাছুলোম্ আমীনোন্,
তাহাদের ভাই লুত তাহাদিগকে বলিল—কেন তোমরা আল্লাকে ভয় করিতেছ না? নিশ্চয় আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রছুল,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ

ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্! অমা— আছ্‌আলোকুম্ আলায়হে মেন্ আজ্‌রেন্,
অতএব তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার (বিনিময়ে) প্রতিদান চাহিনা

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ

ইন্ আজ্‌রিয়্যা ইল্লা- আলা- রাব্বেল্ আ-লামীন্। আতা'-তুনাজ্ জোক্‌রা-না
সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে। তোমরা কি জগতের পুরুষদের উপর (অবৈধভাবে) আপতিত হইবে

مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ

মেনাল্ আলা-মীনা, অ তাজারূনা মা- খালাক্বা লাকুম্ রাব্বোকুম্ মেন্ আজ্‌ওয়া-জেকুম্।
এবং তোমাদের (বৈধ) স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করিবে—যাহাদিগকে তোমাদের (উপভোগের) জন্য তোমাদের প্রতিপালক সৃজন করিয়াছেন? (১৫)

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ

বাল্ আন্তুম্ কাও্‌মোন্ আ-দুন্। ক্বা-লু লাএল্‌লাম্ তান্‌তাহে ইয়া- লুতো
এবং তোমরা (প্রকৃতির) সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাহারা বলিল—হে লুত! যদি তুমি (ইহা হইতে) বিরত না হও

(১৫) আল্লাহ্ পাক প্রাণীজগতে যেরূপ প্রজনন-পদ্ধতি ও বংশবৃদ্ধির যে উপায় প্রচলন করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানসম্মত। অর্থাৎ মানুষ ও ইতর প্রাণী উহারাই অনুসরণ করিবে তদ্ব্যতীত যে কোন উপায়ে সঙ্গমক্রিয়া সম্পন্ন করিলে উহা প্রকৃত বিরুদ্ধ হইবে।

لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ○ قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ

লাতাকূনান্না মেনাল্ মোখ্‌রাজ্জীন্। ক্বা-লা ইন্নী লেআমালেক্‌ম্ মেনাল্

তবে নিশ্চয় তোমাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। সে (লূৎ) বলিল—নিশ্চয় আমি তোমাদের এই (বদ)কার্য্যে অতিশয় ঘৃণা করি।—

الْقَالِيْنَ ۞ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ○ فَنَجَّيْنٰهُ

ক্বা-লীন। রাব্বে নাজ্জ্বেনী অ আহ্‌লী মেম্মা য়্যা'-মালূন। ফানাজ্জ্বায়্‌না-হূ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তাহাদের এই (ঘৃণ্য) কার্য্য হইতে মুক্ত রাখুন। তারপর আমি

وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۞ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا

অ আহ্‌লাহূ— আজ্‌মায়ীনা, ইল্লা আ-জুজান্ ফিল্ গাবেরীন। ছুম্মা দাম্মার্‌নাল্

একজন পশ্চাদ্বর্ত্তিণী বৃদ্ধা ব্যতীত তাহাকে (লুতকে) ও তাহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিলাম। পুনরায় অবশিষ্টগুলিকে ধ্বংস

الْاٰخَرِيْنَ ۞ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ

আ-খারীনা, অ আম্‌তার্‌না— আলায়্‌হিম্ মাতারান্; ফাছা—আ মাতারোল্

করিলাম; আর (প্রস্তর) বর্ষণ করিলাম, যাহাদিগকে ভয় দেখান হইয়াছিল তাহাদের উপর কি বিভৎসরূপে (প্রস্তর) বর্ষণ করা

الْمُنْذَرِيْنَ ○ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

মোন্‌জারীন! ইন্না ফী- জালেকা লাআ-য়্যাহ্। অমা কা-না আক্‌ছারোহুম্

হইয়াছিল! নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞ كَذَّبَ اَصْحٰبُ

১০ / ৯ রুকু

মো'মেনীন্। অ ইন্নী রাব্বাকা লাহুঅল্ আযীযোর্‌রাহীম। ৫ কাজ্জাবা আছ্‌হাবোল্

ঈমানদার নহে। এবং তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু। (এইরূপে) মিথ্যাবাদী জানিল (মাদইয়ানের নিকটবর্ত্তী)

لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ اِنِّىْ

আয়্‌কাতেল্ মোর্‌ছালীনা। এজ্ ক্বা-লা লাহুম্ শোয়ায়্‌বোন্ আলা- তাত্তাকূন ॥ ইন্নী

জঙ্গলবাসীরাও রছুলগণকে ; (১৬) যখন শোয়ায়েব বলিল—কেন তোমরা আল্লাকে ভয় করিতেছ না? নিশ্চয় আমি

(১৬) ইহারা শোয়ায়েব (আঃ)-এর উম্মত ছিল। কখনও তাহাদিগকে মাদিয়ানবাসী এবং কখনও জঙ্গলবাসী বলা হইত। কারণ তাহাদের দেশের বড় শহরের নাম ছিল মাদিয়ান এবং তাহাদের বাসস্থানের নিকট জঙ্গলও ছিল।

لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ

লাকুম্ রাছুলোন্— আমীনোন্ ফাত্তাকুল্লা-হা অ আতীউন্। অমা— আছ্আলোকুম্
তোমাদের বিশ্বস্ত রছুল, অতএব তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। আমি তোমাদের নিকট

عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ اَوْفُوا

আলায়্হে মেন্ আজ্‌রেন্ ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্‌লা- আলা রাব্বেল্ আ-লামীন্। আওফুল্
ইহার ( বিনিময়ে ) কোন প্রতিদান চাহিনা, সারা জগতের প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিদান আছে তোমরা পূর্ণ কর

الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ

কায়্লা অলা- তাকূনূ মিনাল্ মোখ্ছেরীনা। অজেনূ বেল্ কেছ্তা-ছেল্ মোছতাকীম।
পরিমাণ ও ( লোকের ) ক্ষতি করিও না এবং ন্যায্যভাবে ওজন কর।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

অলা- তাব্‌খাছুন্ না-ছা আশ্‌য়্যা—আহুম্ অলা- তা'-ছাওফিল্ আর্‌দ্বে মোফ্‌ছেদীন।
এবং লোকদিগকে ( ওজনে ) তাহাদের জিনিষ কম দিওনা আর দেশে উপদ্রব বাড়াইও না।

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ قَالُوْا اِنَّمَآ اَنْتَ

অত্তাকুল্লাজী খালাক্বাকুম্ অল্‌জেবেল্‌লাতাল্ আওয়ালীন। ক্বা-লূ—ইন্নামা— আন্তা
যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিকে ( গোত্রকে ) সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা ভয় কর। তাহারা বলিল—নিশ্চয় তোমাকে

مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۙ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ

মেনাল্ মোছাহ্‌হারীনা—, অমা— আন্তা ইল্‌লা- বাশারোম্ মেছ্‌লোনা- অ ইন্
যাদুমুগ্ধ করা হইয়াছে, তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ;

نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۚ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ

নাজোন্নাকা লামেনাল্ কা-জেবীন। ফাআছ্‌কেৎ আলায়্না কেছাফাম্ মেনাছ্-
তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি। তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে এক খণ্ড ( শিলা ) বর্ষণ কর

السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۙ قَالَ رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

ছামা—য়ে ইন্ কোন্তা মেনাছ্‌ছাদেকীন। ক্বা-লা রাব্বী— আলামো বেমা- তা'মালূন।
যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৭) সে ( শোয়ায়েব ) বলিল—তোমরা যাহা করিতেছ আমার প্রতিপালক তাহা ভালরূপ জ্ঞাত আছেন।

(১৭) তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হউক।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ

ফাকাজ্জাবুহো ফাআখাজাহুম্ আজা-বো য়্যাওমেজ্ জোল্লাহ্। ইন্নাহূ কা-না আজা-বা

অতঃপর তাহারা তাহাকে ( শোয়ায়েবকে ) মিথ্যাবাদী জানিল কাজেই 'ছায়ার দিনের শাস্তি' তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইল। (১৮) নিশ্চয় উহা ভীষণ দিনের

يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

য়্যাওমেন্ আজীম। ইন্না ফী জা-লেকা লা আ-য়্যাহ্। অমা- কা-না আক্‌ছারোহুম্

ভয়াবহ শাস্তি ছিল। নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। আর তাহাদের অধিকাংশই নহে

مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع وَاِنَّهٗ

৫
১৪
—
১০
রুকু

মো'মেনীন। অ ইন্না রাব্বাকা লাহুঅল্ আযীযোর্‌রাহীম। ع অ ইন্নাহূ

ঈমানদার। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী দয়ালু। এবং নিশ্চয় উহা ( কোরআন )

لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۙ عَلٰى

লাতান্‌যীলো রাব্বেল্ আ-লামীন। নাযালা বেহের্ রূহোল্ আমীনো, আলা-

সারা জগতের প্রতিপালকের অবতারিত। বিশ্বস্ত জিব্‌রাইল উহা ( আমার আদেশে ) উপস্থিত করিয়াছে,

قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۙ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ؕ

কাল্‌বেকা লেযাকূনা মেনাল্ মোন্‌জেরীনা, বেলেছানেন্ আরাবীয়্যেম্ মোবীন্।

( হে নবী ! )আপানার অন্তরে স্পষ্ট আরবী ভাষায়, আপনি ভয় প্রদর্শন করিবেন বলিয়া। (১৯)

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً

অ ইন্নাহূ লাফী যোবোরেল্ আওয়ালীন। আ- অ লাম্ য়্যাকোল্লাহুম্ আ-য়্যাতান্

আর নিশ্চয় উহার ( কোরআন নাজেল হওয়ার ) সংবাদ পূর্ব্বের কেতাবগুলিতে আছে। ইহা কি তাহাদের জন্য এক নিদর্শন নহে

(১৮) ছায়ার আকারে মেঘগুলি তাহাদের মাথার উপর একত্রিত হইল এবং উহা হইতে বিদ্যুৎ পতিত হইল তাহারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

(১৯) 'উহা সারা জগতের প্রতিপালকের অবতারিত' আয়াতে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, কোরআন শরীফ কিরূপে কাহার মারফত আল্লাহ্ তায়ালা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। উহার স্পষ্ট উত্তর এই যে, সুক্ষদেহ হজরত জিব্‌রাইল ( আঃ ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরবী ভাষায় কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন মানবের অন্তরে প্রবেশ করা স্থূলদেহ মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও সুক্ষদেহী ফেরেশ্‌তার পক্ষে তাহা বিচিত্র নয়! কারণ এরূপ অনেক চাক্ষুষ উদাহরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুষ্ট জেন ও 'অপবিত্র রুহ' প্রভৃতি মানবদেহে প্রবেশ করিলে তাহার মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে পাক রুহবিশিষ্ট হজরত জিব্‌রাইল ( আঃ )-এর পক্ষে ইহা অসম্ভব হইতে পারে না।

أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَٰٓؤُا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ

আঁই য়্যালামাহূ ওলামা—য়ো বানী— এছ্রা—য়ীল্। অলাও্ নায্যাল্না-হো
যে, উহার ( কোরআনের সত্যতা ) সম্বন্ধে বানী এছ্রায়ীলের জ্ঞানীগণ জানে। যদি আমি অবতীর্ণ করিতাম

عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۞

আলা বা'দেল্ আ'জ্জামীনা, ফাক্বারা-আহূ আলায়্হিম্ মা- কা-নূ বেহী- মো'মেনীন্।
অন্য কোন ভাষা ভাষীর উপর এবং সে উহা তাহাদের নিকট ( নিজ ভাষায় ) পড়িয়া শুনাইত তথাপি উহারা ( মক্কাবাসীরা ) ঈমান আনিত না।

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

কাজা-লেকা ছালাক্না-হো ফী ক্বোলুবেল্ মোজ্‌রেমীন্। লা- য়্যো'মেনূনা বেহী-
এইরূপেই আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে উহা ( কোরআনের প্রতি অবজ্ঞা ) প্রবিষ্ট করাইয়াছি। তাহারা উহার প্রতি ঈমান আসিবে না (২০)

حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا

হাত্তা- য়্যারাবোল্ আজাবাল্ আলীমা, ফায়্যা-তেয়্যাহুম্ বাগ্‌তাতাঙ্ অহুম্ লা-
যতক্ষণ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, অতঃপর হঠাৎ তাহাদের উপর উহা ( শাস্তি ) আসিবে আর তাহারা

يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا

য়্যাশ্‌ওরূনা, ফায়্যাকূলূ হাল্ নাহ্নো মোন্জারূন্? আফাবেআজা-বেনা-
বুঝিতে পারিবে না, তখন তাহারা বলিল—আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে? কেন আমার শাস্তির জন্য

يَسْتَعْجِلُونَ ۝ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا

য়্যাছ্তা'জ্বেলূন্? আফারাআয়্তা ইম্ মাত্তা'না-হুম্ ছেনীন,—ছুম্মা জ্বা—য়াহুম্ মা-
তাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে? ( হে নবি! ) আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যদি আমি কতিপয় বৎসরের জন্য তাহাদিগকে পার্থিব সম্পদ দানও করি, পুনরায় তাহাদের প্রতি আসিয়া পড়ে যাহার ( শাস্তির ) সম্বন্ধে

(২০) কোরআন পাক এরূপ সরল আরবী ভাষায় এবং এরূপ উৎকৃষ্ট সহজবোধ্য রচনায় রচিত যে, কোনও ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে উহাও সমতুল্য রচনা কেবল অসম্ভব কেন সাধ্যাতীত। ইহা ছাড়া বানী এছ্রাইলের জ্ঞানীবৃন্দ তাঁহাদের ধর্ম্মীয় গ্রন্থে কোরআন শরীফের সত্যতার পূর্ব্বাভাষ জনিতেন। এতৎসত্ত্বেও মক্কার বিধর্ম্মিগণ কোরআন শরীফকে মানিত না। আরবী ছাড়া অন্য ভাষা কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হইলে তাহারা মানিত' এই আপত্তি তাহাদের ছলনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহারা এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল যে, আরবী বা যে কোন ভাষায় তাহাদিগকে সৎকথা শিক্ষা দেওয়া হউক তাহারা অবজ্ঞা করিত—মানিত না। কাজেই তাহারা শাস্তি পাইবার উপযুক্ত ছিল

كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ۝ وَمَا

কা-নূ ইয়োো'আদূনা, মা— আগ্‌না- আন্‌হুম্ মা- কা-নূ ইয়োোমাত্তাউন্। অমা—

তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে তবে তাহাদের সেই পার্থিব সম্পদ কোনই কাজে আসিবে না। আর

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

আহ্‌লাক্‌না- মেন্ ক্বার্‌য়্যাতেন্ ইল্‌লা- লাহা মোন্‌জেরূন্। জেক্‌রা-, অমা- কোন্‌না-

আমি প্রথমে কোন লোকালয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) না পাঠাইয়া উহা বিনষ্ট করি না। ইহা (কোরআন) উপদেষ্টা, আর আমি

ظَالِمِينَ ۝ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ

জা-লেমীন্। অমা- তানায্‌যালাৎ বেহেশ্ শায়্যা-তীনো। অমা য়্যাম্‌বাগী লাহুম্

অবিচারী নহি এবং ইহা (কোরআন) শয়তানেরা আনে নাই, আর আনিবার উপযুক্ত তাহারা নয়

وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝ فَلَا تَدْعُ

অমা- য়্যাহ্‌তাতীউন্ ইন্‌নাহুম্ আনেছ্ ছাম্‌য়ে লামা'জুলুন্। ফালা- তাদ্‌য়ো

সক্ষমও নয়। নিশ্চয় তাহারা উহার শুনিবার স্থান হইতে দূরে বিতাড়িত। অতএব (হে নবী!) আপনি ডাকিবেন না

مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝ وَأَنْذِرْ

মাআল্‌লা-হে এলা-হান্ আ-খারা- ফাতাকূনা মেনাল্ মোআজ্‌জাবীন্। অ আন্‌জের্

আল্লার সহিত অপরকে উপাস্যরূপে তাহা হইলে (ডাকিলে) আপনাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর (বিশেষ করিয়া) আপনি (খোদার আজাবের) ভয় প্রদর্শন করুন

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

আশীরাতাকাল্ আক্‌রাবীনা, অখ্‌ফেদ্ব্ জ্বানা-হাকা লেমানেত্তাবায়াকা মেনাল্

আপনার নিকটআত্মীয়দের, আর বিনয় নম্র ব্যবহার করুন আপনার অনুগত

الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝

মো'মেনীন্। ফাইন্ আছাও্‌কা ফাক্বোল্ ইন্‌নী- বারী—য়োম্ মেম্মা- তা'মালূন্।

ঈমানদারগণের সহিত। (২১) অতঃপর তাহারা যদি আপনার কথা মান্য না করে তবে (স্পষ্ট ভাষায়) বলুন—তোমাদের কৃতকার্য্যের জন্য আমার কোন দায়ীত্ব নাই।

---

(২১) اخفض جناحك ইহার শাব্দিক অর্থ 'নিজের বাহুদ্বয় নত করা' কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ লওয়া হইয়াছে—'বিনয়নম্র ব্যবহার'।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ

অতাঅক্‌কাল্ আলাল্ আযীযের্‌রাহীমেল্-লাযী য়্যারা-কা হীনা তাকূমো,

আর নির্ভর করুন পরাক্রমশালী দয়ালুর প্রতি যিনি আপনাকে ( নামাজে ) দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেন,

وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۝ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ هَلْ

অ তাকাল্‌লোবাকা ফিছ্‌ছা-জ্জেদীন্। ইন্‌নাহূ হুঅছ্‌ছামীউল্ আলীম্। হাল্

আর মোছাল্লীদের সহিত আপনার অঙ্গচালনাও ( রুকু ছজুদ ) দেখেন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী জ্ঞাতা।

اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۙ تَنَزَّلُ عَلٰى

ওনাব্‌বেয়োকুম্ আলা- মান্ তানায্‌যালোশ্ শায়্যা—তীন্? তানায্‌যালো আলা-

( বলুন ) আমি কি বলিয়া দিব যে, কাহাদের নিকট শয়তানেরা আসে? তাহারা

كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۙ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۙ

কোল্‌লে আফ্‌ফাকেন্ আছী-মেঁই ; ইয়োল্‌কূনাছ্ ছাম্‌আ- অ আক্‌ছারোহুম্ কা-জেবূন্।

প্রত্যেক অসৎ ও মিথ্যাবাদীর নিকট আসিয়া জানায় তাহাদের শ্রুত কথাগুলি আর তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২)

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۙ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ

অশ্‌শোআরা—য়ো য়্যাত্তাবেয়োহুমোল্ গা-বূন্। আলাম্ তারা আন্‌নাহুম্ ফী

আর কবিগণ ( পথভ্রান্ত, কাজেই তাহারা ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেয় ) পথভ্রষ্টরাই তাহাদের অনুসরণ করে। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, নিশ্চয় তাহারা

كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۙ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۙ

কোল্‌লে ওয়া-দেই য়্যাহীমূনা, অ আন্‌নাহুম্ য়্যাকূলূনা মা- লা- য়্যাফ্‌আলূনা,

প্রত্যেক ( কল্পনার ) মাঠে ভ্রান্তভাবে বিচরণ করে। আর নিশ্চয় তাহারা যাহা বলে তাহা করে না, (২৩)

---

(২২) মক্কার মোশরেকগণ হজরত নবী করীম (দঃ)কে গণক অথবা একজন জ্যোতিষবিদ্ বলিয়া প্রচার করিত। আর তাহারা মনে করিত যে, জেন সকল তাঁহার বাধ্য সেই জন্য তাহারা নবী করীমকে অদৃশ্যের কথা জানায়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের এই অসত্য দোষারোপ খণ্ডন করিয়া উত্তর দিতেছেন যে, 'তাহারা প্রত্যেক অসৎ ও মিথ্যাবাদীর নিকট আসিয়া তাহাদের শ্রুত কথাগুলি জানায়'। অর্থাৎ দুষ্ট জেনেরা সুযোগ মত আকাশ হইতে কোন কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত নিজেদের কল্পিত মিথ্যা কথাগুলি সংযোগ করিয়া দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নিকট বলিতে পারে, কিন্তু হজরত নবী করীমের মত সৎ ও সত্যবাদীর নিকট তাহারা বলিতে পারে না। কারণ তিনি এমন সত্যের জলন্ত ছবি ছিলেন যে, তাঁহাকে অসৎকার্য্য ও অসত্য স্পর্শ করিতে পারিত না।

(২৩) হজরত নবী করীমের যুগে প্রাচ্য দেশ—এশিয়াতেও কাব্যের গতিধারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান কবিতায় নির্লজ্জ মিথ্যা, অতিরঞ্জন, চারিত্রিক ও নৈতিক পতনের উৎসাহবাণী

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

ইল্লাল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছছা-লেহা-তে অ জাকারুল্লা-হা কাছীরাঙ্‌

কিন্তু যাহারা ( কবিগণ ) ধর্ম্ম বিশ্বাসী ও সৎকার্য্য করে আর আল্লাহ্‌কে ( স্বরচিত কবিতায় ) অধিক পরিমাণে স্মরণ করে

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ

অন্‌তাছারূ মেম্‌বা'দে মা- জোলেমূ; অ ছায়্যা'লামোল্‌লাজীনা জালামূ আইয়্যা

এবং অত্যাচারিত হইবার পর ( কাফের কর্ত্তৃক কবিতার ভিতর দিয়া নিন্দিত হইবার পর ) প্রতিশোধ গ্রহর করে এবং অত্যাচারীরা ইহা সত্বর জানিবে যে,

مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

মোন্‌কালাবেঙ্‌ য়্যান্‌কালেবূন্‌। ৫

তাহারা কোন্‌ স্থানে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে।

৫ ৯৫/৯৯ রুকু

| ২৭শ ছুরা—আন্‌নমল্‌, মক্কায় অবতীর্ণ হয়। | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে। | এই ছুরায় ৭ রুকু, ৯৩ আয়ত। |
|---|---|---|

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝ هُدًى وَ

তা— ছী—ন্‌। তেল্‌কা আয়্যা-তোল্‌ ক্কোর্‌-আ-নে অ কেতা-বেম্‌ মোবীন্‌। হোদাঙ্‌

তা—ছী-ন্‌— ইহা স্পষ্ট কেতাব—কোরআনের কতিপয় আয়াত।

بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

অ বোশ্‌রা- লিল্‌ মো'মেনীনাল্‌-লাজীনা ইয়োক্কীমূনাছ্‌ছালা-তা অ ইয়োতূনায্‌যাকা-তা

নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী ও জাকাৎ প্রদানকারী ধর্ম্ম বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক ও সু-সংবাদ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

অ হুম্‌ বেল্‌ আ-খেরাতে হুম্‌ ইয়োক্কেনূন্‌। ইন্নাল্‌লাজীনা লা- ইয়ো'মেনূনা বেল্‌

আর তাহারাই পরকাল বিশ্বাসী। নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী নহে

ব্যতীত ভাল কিছু পরিদৃষ্ট হয় না। এরূপ কুৎসিৎ কাব্যের সহিত নবী করীম ও কোরআন শরীফের আদৌ সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কোরআন পাক সচরিত্র গঠন, খোদা-ভক্তি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন সৎশিক্ষা ও মধুময়ী বানীতে পূর্ণ সুতরাং উহাতে আর বিকৃত ভাবধারায় পূর্ণ কাব্যতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য! প্রাচ্যের কাব্যের এই অবস্থা পাশ্চাত্যের ত কথাই নাই।

بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ

আ-খেরাতে যাইয়্যান্না- লাহুম্ আ'মা-লাহুম্ ফাহুম্ য়্যা'মাহূন্। উলা-একাল্

আমি তাহাদের কার্য্যসমূহকে তাহাদের জন্য (বাহ্যতঃ) মানোরম করিয়াছি কাজেই তাহারা মুগ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। (১) তাহাদেরই

الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

লাজীনা লাহুম্ ছু—য়োল্ আজা-বে অ হুম্ ফিল্ আ-খেরাতে হুমোল্ আখ্ছারূন্।

জন্য ভয়াবহ শাস্তি এবং তাহারাই পরকালে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

অ ইন্নাকা লাতোলাক্কাল্ কোর্আ-না মেল্লাদোন্ হাকীমেন্ আলীম্।

আর নিশ্চয় (হে নবী।) আপনাকে বিজ্ঞ ও জ্ঞাতা—আল্লার পক্ষ হইতে কোরআন প্রদান করা হইতেছে।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا

এজ্ ক্বা-লা মূছা- লেআহ্লেহী— ইন্নী— আ-নাছ্তো না-রা। ছাআ-তীকুম্ মেন্হা

(জ্ঞানীলোকদিগকে এই ঘটনা বলুন যে,) যখন মুছা তাহার পরিজনকে বলিলেন—আমি অগ্নি দেখিয়াছি। আমি এখনই তোমাদের নিকট আনিব

بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

বেখাবারেন্ আও্ আ-তীকুম্ বেশেহা-বেন্ ক্বাবাছেল্ লাআল্লাকুম্ তাছ্তালূন্।

তথাকার সংবাদ অথবা জলন্ত অগ্নিশিখা আনিব এই জন্য যে, তোমরা উত্তাপ লইতে পার।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ

ফালাম্মা-জ্বা—য়াহা- নূদেয়্যা আম্বূরেকা মান্ ফিন্না-রে অ মান্ হাও্লাহা-।

অতঃপর মূছা তখন উহার নিকট আসিলেন শব্দ হইল—বরকৎ হউক তাহার যে অগ্নিতে আছে এবং যে উহার (অগ্নির) চতুঃপার্শ্বে আছে।

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ

অ ছোব্হা-নাল্লা-হে রাব্বেল্ আ-লামীন্। ইয়্যা- মূছা— ইন্নাহূ আনাল্লা-হোল্

আর সারাজগতের প্রতিপালক হইতেছেন পবিত্র। হে মূছা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্

(১) আমি তাহাদের প্রকৃতি এরূপ করিয়াছি যে, তাহারা যাহা করে তাহা তাহাদের নিকট মনোরম বলিয়া মনে হয়। সেগুলি বাহ্যতঃ মনোরম হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা মন্দ।

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَ

আযীযোল্ হাকীমো, অ আল্‌কে আছাক্। ফালাম্মা- রা-আ-হা- তাহ্‌তায্‌যোকা-
পরাক্রমশালী স্ববিজ্ঞ আর আপনি নিজের লাঠী নিক্ষেপ করুন। অতঃপর যখন তিনি (মুছা) দেখিলেন উহাকে চলন্ত

نَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۙ يٰمُوْسٰى

আন্‌নাহা- জা— ন্‌নোঙ্ অল্‌লা- মোদ্‌বেরাঙ্ অলাম্ ইয়োআক্‌কেব্। ইয়্যা- মূছা-
সর্পরূপে তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইলেন এমন কি পশ্চাতে তাকাইলেন না (আমি বলিলাম) হে মুছা!

لَا تَخَفْ ۖ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ

লা- তাখাফ্, ইন্‌নী লা- য়্যাখা-ফো লাদাইয়্যাল্ মোর্‌ছালূনা, ইল্‌লা- মান্ জালামা
আপনি ভয় করিবেন না। নিশ্চয় আমার দরবারে রছুলগণ ভয় পায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি ত্রুটী করে

ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاَدْخِلْ

ছুম্মা বাদ্‌দালা হোছ্‌নাম্ বা'দা ছু—য়েন্ ফাইন্‌নী গ্বাফুরোর্‌রাহীম। অ আদ্‌খেল্
পুনরায় মন্দ কার্য্যের পর উহা সৎকার্য্যে পরিবর্ত্তিত করিল, নিশ্চয় আমি ক্ষমাকারী দয়ালু! (২) আর প্রবেশ করান

يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۙ فِىْ تِسْعِ

য়্যাদাকা ফী জ্বায়্‌বেকা তাখ্‌রোজ্ বায়্‌দা—আ মেন্ গ্বায়্‌রে ছু—য়েন্, ফী তেছ্‌য়ে
আপনার হস্ত গাত্র-বাসের ভিতর (কক্ষ অর্থাৎ পার্শ্বে) বাহির হইবে (পুনরায় যদি বাহির করেন তবে) ত্রুটীহীন উজ্জ্বলরূপে (ইহা দুইটি মোজেজা) নয়টি নিদর্শনের মধ্যে

اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

আ-য়্যা-তেন্ এলা- ফেরআওনা অ ক্বাওমেহ্। ইন্‌নাহুম্ কা-নূ ক্বাওমান্ ফাছেক্বীন্।
যাহা ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থাপিত করা হইতেছে। কেননা নিশ্চয় তাহারা আদেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়। (৩)

---

(২) নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ, তাঁহারা স্বেচ্ছায় কখনও মন্দ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু মানব সুলভ দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা সামান্য ত্রুটী বা ভুলভ্রান্তি হইয়া পড়িত। এইরূপ হজরত মুছা (আঃ) ভুলবশতঃ মিসরবাসী কিব্‌তী সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ঘুষি মারিলেন আর সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশ্য ইহার জন্য হজরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তে সম্ভব সেই ঘটনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৩) 'ইয়াদে বয়জা' ও 'আছা' এই দুই মোজেজা ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটী মোজেজার বিবরণ নবম পারার ষষ্ঠ রুকুতে উল্লিখিত হইয়াছে।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

ফালাম্মা- জ্বা—আৎহুম্ আ-য়্যা-তোনা- মোব্‌ছেরাতান্ কা-লূ হা-জা- ছেহ্‌রোম্ মোবীন্।
তারপর যখন তাহাদের নিকট চক্ষু উন্মিলনকারী আমার নিদর্শনসমূহ আসিল তাহারা বলিল—ইহা স্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ

অ জ্বাহাদূ বেহা- অছ্‌তায়্‌কানাৎহা— আন্‌ফোছোহুম্ জোল্‌মাও অ ওলুঅ-। ফান্‌জোর্
তাহাদের অন্তর ( মোজেজার প্রতি ) দৃঢ় বিশ্বাস করিল তথাপি তাহারা অত্যাচার ও গর্ব্ব করিয়া উহা অস্বীকার করিল। অতএব ( হে নবী ) লক্ষ্য করুন

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

কায়্‌ফা কা-না আ-ক্বেবাতোল্ মোফ্‌ছেদীন্। ৫ অলাক্বাদ্ আ-তায়্‌না- দা-উদা
দুষ্কৃতকারীদের পরিণাম ফল কিরূপ ( মন্দ ) হইয়াছিল। আর আমি নিশ্চয় প্রদান করিলাম দাউদ

৫ | ১৬ | ৭ রুকু

وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

অ ছোলায়মা-না এল্‌মান্, অ ক্বা-লাল্ হাম্‌দো লিল্‌লা-হেল্‌লাজী ফাদ্‌দালানা-
ও ছোলায়মানকে ( ইহপরকালের ) জ্ঞান। এবং তাঁহারা উভয়ে ( সন্তুষ্ট হইয়া ) বলিলেন—সমূহ প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালারই জন্য যিনি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

আলা- কাছীরেম্ মেন্ এবা-দেহেল্ মো'মেনীন্। অ অরেছা ছোলায়মা-নো দা-উদা
তাঁহার অধিকাংশ ধর্ম্মবিশ্বাসী বান্দাদের উপর। আর ছোলায়মান, দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন

وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا

অ কা-লা ইয়্যা— আইয়্যোহান্‌নাছো ওল্‌লেম্‌না- মান্‌তেক্বাৎ তায়্‌রে অ উতীনা-
আর ( ছোলায়মান ) বলিলেন—হে লোকসকল! আমাদিগকে পক্ষীর বুলিও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রদান করা হইয়াছে আমাদিগকে

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ

মেন্ কেল্‌লে শায়এ। ইন্‌না হা-জা- লাহুঅল্ ফাদ্বলোল্ মোবীন্। অ হোশেরা
প্রত্যেক প্রকারের বস্তু ( যাহা নবী ও রাজাদের দেওয়া হয় )। নিশ্চয় ইহা ( তাঁহার ) প্রকাশ্য অনুগ্রহ। আর একত্রিত করা হইল

لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

লেছোলায়মা-না জোনূদোহূ মেনাল্ জেন্নে অল্ এন্‌ছে আত্তায়্‌রে ফাহুম্ ইয়োযাউন্।

ছোলায়মানের ( পরিদর্শনের ) জন্য তাঁহার সৈন্যসমূহ—জেন, মানব ও পক্ষী ( পর্য্যন্ত ) সারিবদ্ধভাবে ( শৃঙ্খলার সহিত ) দাঁড় করান হইল।

---

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا

হাত্তা— এজা—আতাও্ আলা- ওয়াদেন্ নাম্‌লে ক্বা-লাৎ নাম্‌লাতোঁই ইয়্যা—আইয়োহান্

এমন কি যখন তাহারা পিপীলিকার মাঠে ( বাসস্থানে ) আসিল তখন একটী পিপীলিকা বলিল— হে পিপীলিকা সকল !

---

النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ

নাম্‌লোদ্ খোলু মাছা-কেনাকুম্, লা—য়্যাহ্‌তেমান্নাকুম্ ছোলায়্‌মা-নো অ জোনূদোহূ

তোমরা নিজ নিজ আবাসে ( গর্ত্তে ) প্রবেশ কর যাহাতে ছোলায়মান ও তাহার সৈন্যগণ তোমাদিগকে পদদলিত না করে

---

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

অহুম্ লা-য়্যাশ্‌উরূন্। ফাতাবাছ্‌ছামা দ্বা-হেকাম মেন্ ক্বাও্‌লেহা- অক্বা-লা রাব্বে

অজ্ঞাত ভাবে। পিপীলিকার কথায় তিনি ( ছোলায়মান ) সানন্দে হাসিলেন এবং বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক !

---

اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى

আও্‌যে'নী—আন্ আশ্‌কোরা নে'মাতাকাল্‌লাতী আন্ আম্‌তা আলায়্‌ইয়্যা অ আলা-

আমাকে শক্তি প্রদান করুন যাহাতে আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত দানসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি আর

---

وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ

ওয়া-লেদাইয়্যা অ আন্ আ'মালা ছা-লেহান্ তার্‌দ্বা-হু অ আদ্‌খেল্‌নী বেরাহ্‌মাতেকা

যাহা ( যে সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন ) আমার পিতা-মাতার প্রতি ( তাহারও এবং এমন ভাল কাজ করিতে পারি যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন ও অনুগ্রহ করিয়া পরিগণিত করুন আমাকে

---

فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ

ফী এবা-দেকাছ্‌ছা-লেহীন্। অ তাফাক্ক্বাদাৎ তায়্‌রা ফাক্বা-লা মা-লিয়্যা লা—

আপনার নেককার বান্দাদের মধ্যে। (৪) এবং তিনি ( ছোলায়মান ) পক্ষীদের উপস্থিতি লইলেন অতঃপর বলিলেন—কি ব্যাপার !

---

(৪) হজরত ছোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার ভাষা বুঝিলেন এবং উহার ক্ষুদ্র দেহের প্রতি এরূপ সতর্কতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আল্লাহ তাআলার এমন বান্দাও আছে যাহারা নবীগণ (আঃ)-এর

أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○ لَأُعَذِّبَنَّهُ

আরাল্ হোদ্‌হোদা, আম্ কা-না মেনাল্ গা—য়েবীন্। লাওআজ্‌জেবান্নাহু

'হুদহুদ' কে দেখিতেছি না, সে কি তবে অনুপস্থিত! নিশ্চয় আমি তাহাকে ভীষণ

---

عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي

আজা-বান্ শাদীদান্ আও্‌লা- আজ্‌বাহান্নাহু— আও্‌লাইয়্যাতেয়্যান্নী

শাস্তি দিব অথবা নিশ্চয় আমি তাহাকে জবেহ্ করিব নচেৎ সে আমার নিকট তাহার নির্দ্দোষিতার

---

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُّ

বেছোল্‌তা-নেম্ মোবীন্। ফামাকাছা গায়্‌রা বায়ীদেন্ ফাক্বা-লা আহাত্তো

স্পষ্ট কারণ আনয়ন করুক। উহা ( হুদহুদ ) অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি জ্ঞাত হইয়াছি

---

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ○ إِنِّي

বেমা-লাম্ তোহেৎ বেহী- অ জে'তোকা মেন্ ছাবায়েম্ বেনাবায়েই য়্যা-ক্বীন্। ইন্নী

এমন বিষয় যাহা ( এখনও ) আপনি জ্ঞাত নহেন এবং আমি 'ছাবা' শহরের এক সুনিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি। নিশ্চয়

---

وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

অজ্বাত্তোম-রাআতান্ তাম্‌লেকোহুম্ অউতেয়্যাৎ মেন্ কোল্লে শাইয়েও্ অ লাহা-

আমি ( তথায় ) এমন একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি যিনি তাহাদের রাণী এবং তাঁহাকে প্রত্যেক প্রকারের বস্তু ( রাজত্ব ) দেওয়া হইয়াছে আরও তাঁহার আছে

---

عَرْشٌ عَظِيمٌ ○ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

আর্‌শোন্ আজীম্। অজ্বাদ্‌ত্তোহা- অ ক্বওমাহা- ইয়্যাছ্‌জোদূনা লীশ্‌শাম্‌ছে

এক প্রকাণ্ড সিংহাসন। আর আমি তাঁহাকে ও তাঁহার সম্প্রদায়কে সেজ্‌দা করিতে দেখিয়াছি সূর্য্যকে

---

مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

মেন্ দূনেল্লা-হে অ যাইয়্যানা- লাহুমোশ্ শায়্‌তা-নো আ'মা-লাহুম্ ফাছাদ্দাহুম্

আল্লাকে ছাড়িয়া, আর শয়তান তাহাদের কার্য্যসমূহকে মনোরম রূপে দেখাইয়াছে অতঃপর তাহাদিগের গতিরোধ করিয়াছে

---

মোজেজায় সন্দেহ করিতে নিস্ফল চেষ্টা করে। পিপীলিকার সহিত হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এর আলাপ বিষয়েও তাহারা সন্দিহান। কিন্তু জনৈক ডাক্তার বহু গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পিপীলিকার শব্দ ও ইঙ্গিতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি একখানা পুস্তকও লিখিয়াছেন। মোজেজার বিরুদ্ধবাদিগণ ডাক্তারের সিদ্ধান্তে নিসন্দেহ অথচ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এর মোজেজার প্রতি সন্দিহান! কাজেই বলিতে হয়—'সত্য কথা বুঝিতে অক্ষম হইলে তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে'।

مِنَ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۙ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ

আনেছ্‌ছাবীলে ফাহুম্ লা- য়্যাহ্‌তাদূনা; আল্‌লা- য়্যাছ্‌জোদূ লিল্‌লা-হেল্‌লাজী

সৎপথ হইতে কাজেই তাহারা সৎপথ পায়না ( বুঝিতে অক্ষম ), কেন তাহারা আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করেনা যিনি

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

ইয়োখ্‌রেজ্জোল্ খাব্‌আ ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্‌দ্বে অ-য়্যা'লামো মা-তোখ্‌ফূনা

পৃথিবী আকাশের গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন (৫) এবং তোমরা যাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে কর তাহা

وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

অমা- তো'লেনূন্। আল্লা-হো লা—এলা-হা ইল্‌লা- হুওয়া, রাব্বোল্ আর্‌শেল্

তিনি জানেন। আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং তিনিই অধিকারী অত্যুচ্চ

الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

ছেজ্‌দাহ্

আজীম্। ক্বা-লা ছানান্‌জোরো আছাদাক্‌তা আম্ কোন্তা মেনাল্ কা-জেবীন্।

আরশের। (৬) তিনি ( ছোলায়মান ) বলিলেন—( বেশ ) এখনই আমরা দেখিব যে, তুমি সত্য বলিতেছ অথবা মিথ্যা।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

এজ্‌হাব্ বে-কেতা-বী হা-জা- ফাআল্‌কেহ্ এলায়্‌হিম্ ছুম্মা তাআল্‌লা আন্‌হুম্

তুমি আমার এই পত্র লইয়া যাও তৎপরে তাহাদিগকে দাও এবং ফিরিয়া আসিও

(৫) 'পৃথিবীর গুপ্ত বস্তু' অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জাতীয়, খনিজ পদার্থ এবং কেয়ামতের দিবস পুনরুত্থিত ব্যক্তিগণ এবং 'আকাশের গুপ্ত বস্তু, হইতেছে—বর্ষা, বিদ্যুৎ, বজ্র ও গ্রহ-উপগ্রহাদি।

(৬) বর্ণনা-পদ্ধতি হইতে আলোচ্য আয়তের পূর্ব্ববর্ত্তী কথাগুলি হুদহুদ পক্ষীর উক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা ইতর-প্রাণী ও অচেতন পদার্থকেও অনুভব শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের স্রষ্টা ও তাঁহার গুণাবলী অনুভব করিতেও পারে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে:—

وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

অর্থাৎ 'সমস্ত বস্তুই সেই মহান্ আল্লার গুণগানে মশ্‌গুল, ( হে মানব! ) তোমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম'। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র সৃষ্টিই অনুভূতিশীল কিন্তু মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। মানুষ তাহাদের বোধ শক্তি স্বীকার না করিলেও তাহাদের উহা আছে। অবশ্য আল্লাহ্ মানব জাতিকে বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা সৃষ্টির উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে; তথাপি একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইতরপ্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কোন কোন বিশেষ গুণ নিহিত আছে। আর যাহার কর্ম্মশক্তি বা কোন গুণ থাকে তাহার বোধশক্তিও থাকে। দেখা যায়, কোন কোন ইতরপ্রাণীর শ্রমশীলতা, প্রখর বুদ্ধি ও সৃষ্টি কৌশলের নিকট অতিবুদ্ধি মানবকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকার কথা বলা যাইতে পারে।

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْٓ

ফান্‌জোর্ মা-জা- য়্যারজেউন্। ক্বা-লাৎ ইয়্যা—আইয়োহাল্-মালায়ো ইন্নী—
অতঃপর দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়। তিনি (বিল্‌কীছ উহা পড়িয়া) বলিলেন—হে পরিষদবর্গ! নিশ্চয়

اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ

ওল্‌কেয়্যা এলাইয়্যা কেতা-বোন্‌কারীম্। ইন্নাহু মেন্ ছোলায়মা-না অইন্নাহু
আমাকে এক সম্মানিত আদেশপত্র দেওয়া হইয়াছে। উহা ছোলায়মানের তরফ হইতে আর উহাতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ع

বিছ্‌মিল্লা-হির্রাহ্‌মা-নির্রাহিমে, আল্লা- তা'লূ আলাইয়্যা অতুনী মোছ্‌লেমীন্। ع
আছে—'সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, (তৎপরে আছে) তোমরা
আমার অবাধ্য হইও না এবং অনুগতরূপে আমার নিকট উপস্থিত হও'।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ ج مَا كُنْتُ

ক্বা-লাৎ ইয়্যা—আইয়্যোহাল্ মালায়ো আফ্‌তুনী ফী—আম্‌রী, মা- কোন্‌তো
(পত্র পড়িবার পর) (তিনি বিল্‌কীছ্) বলিলেন—হে পরিষদবর্গ! আমার এই ব্যাপারে
আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করুন, আমি

قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا

ক্বাতেয়াতান্ আম্‌রান্ হাত্তা- তাশ্‌হাদূন্। কা-লূ নাহ্‌নো উলূ ক্বুঅতেও অ উলূ
আপনাদের অনুপস্থিতিতে কোন বিষয় মীমাংসা করি না। তাহারা বলিল—আমরা খুব শক্তিশালী ও

بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝ قَالَتْ

বা'ছেন্ শাদীদেও, অল্ আম্‌রো এলায়্‌কে ফান্‌জোরী মা-জা-তা'মোরীন্। ক্বা-লাৎ
যুদ্ধে পটু (আগামীতে) আপনার ইচ্ছারই উপর নির্ভর (তবে) আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহার
(ফলাফল) লক্ষ্য করিবেন। তিনি বলিলেন—

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ

ইন্নাল্ মালুকা এজা-দাখালূ ক্বারয়্যাতান্ আফ্‌ছাদূহা অজ্বাআলূ— আয়েয্‌যাতা
যখন কোন রাজা (বলপূর্ব্বক) কোন শহরে প্রবেশ করে তখন উহাকে ভূমিস্মাৎ করে এবং
সম্মানিগণকে

اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ

আহ্‌লেহা—আজেল্লাহ্। অ কাজা-লেকা য়্যাফ্‌আলূন্। অ ইন্নী মোর্‌ছেলাতোন্
অপমানিত করে। তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে। (৭)

(৭) كذلك يفعلون বাক্যটা আল্লাহ্‌পাকের অথবা ছাবা শহরের রাণীর উক্তি হইতে পারে।

إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ٥

এলায়্‌হিম্ বেহাদীয়্যাতেন্ ফানা-জেরাতুম্ বেমা য়্যারজেউল্ মোর্‌ছালুন্।
এবং ( প্রথমে ) আমি তাঁহাদের নিকট উপঢৌকনসহ দূর পাঠাইয়া দেখিব সে কি উত্তর লইয়া আসে।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا

ফালাম্মা- জা—আ ছোলায়্‌মা-না ক্বা-লা আতোমেদ্দুনানে বেমা-লেন্ ফামা—
সে ( দূত ) যখন ছোলায়মানের নিকট আসিল তিনি বলিলেন—তোমরা কি ধন দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে চাহ

آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ۚ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ

আ-তা-নেয়াল্লা-হো খায়্‌রোম্ মেম্মা— আ-তাকুম্, বাল্ আন্‌তুম্ বেহুদীয়্যাতেকুন্
বরং আল্লাহ্ তায়ালা যাহা আমাকে দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে প্রদত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বরং তোমরা নিজেদের উপঢৌকনে

تَفْرَحُونَ ٥ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ

তাফ্‌রাহুন্। এর্‌জে' এলায়্‌হিম্ ফালানাতেয়্যান্‌নাহুম্ বেজোনূদেল্ লা- ক্কেবালা
তোমরা আনন্দ অনুভব করিতেছ। তুমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও নিশ্চয় আমরা এমন সৈন্যগণ পাঠাইব যাহাদের সহিত তাহারা সম্মুখীন হইতে

لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ قَالَ

লাহুম্ বেহা- আলানোখ্‌রেজান্নাহুম্ মেন্‌হা-- আজেল্‌লাতাও্ আহুম্ ছা-খেরূন্। ক্বা-লা
পারিবেনা এবং তাহারা তাহাদিগকে তথা হইতে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দিবে—এবং তাহারা লাঞ্ছিত হইবে। তিনি বলিলেন,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن

ইয়া— আইয়্যোহাল্ মালায়ো আইয়্যোকুম্ য়্যা-তীনী বেআর্‌শেহা- ক্বাব্‌লা আই
হে পারিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে তাহার ( বিল্‌কীছের ) সিংহাসন আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে তাহারা অনুগতরূপে

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٥ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ

য়্যা'তূনী মেছ্‌লেমীন্? ক্বা-লা এফ্‌রীতোম্ মেনাল্ জেন্‌নে— আনা আ-তীকা বেহী-
আসিবার পূর্ব্বে? একজন বলশালী জেন বলিল—আমি উহা আনিয়া দিব

قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٥

ক্বাব্‌লা আন্ তাক্কূমা মেম্ মাক্কা- মেকা, অ ইন্নী আলায়্‌হে লাক্কাবীউন্ আমীন্।
আপনার সিংহাসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে, নিশ্চয় আমি উহাতে ( আনিতে ) শক্তিবান্ বিশ্বস্ত। (৮)

(৮) ছাবা শহরের রাণীর সিংহাসনে বহু মূল্যবান মনিমুক্তা খচিত ছিল বলিয়া সেই জেন নিজের বিশ্বস্ততার উল্লেখ করিয়াছিল।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ

ক্বা-লাল্লাজী এন্দাহূ এল্মোম্ মেনাল্ কেতা-বে আনা আ-তীকা বেহী-ক্বাব্‌লা
যে ব্যক্তি 'ধর্ম্ম-গ্রন্থ' * হইতে জ্ঞাত ছিল সেও বলিল—আমি উহা আনিব

اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ

আঁই য়্যার্‌তাদ্দা এলায়্কা তার্‌ফোক্। ফালাম্মা রাআ-হু মোছ্‌তাক্কেরান্ এন্দাহূ
আপনার চক্ষুর ( নিমিষে ) পলক মারিবার পূর্ব্বে। (৯) যখন তিনি তাহাকে সন্নিকটে উপস্থিত দেখিলেন

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ

ক্বা-লা হা-জা- মেন্ ফাদ্ব্‌লে রাব্বী, লেয়্যাব্‌লোঅনী— আ-আশ্‌কোরো আম্ আক্‌ফোর।
তখন বলিলেন—ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ,—ইহা দ্বারা তিনি আমাকে পরীক্ষা করিবেন যে, আমি কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ।

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

অমান্ শাকারা ফাইন্নামা- য়্যাশ্‌কোরো লেনাফ্‌ছেহী-, অমান্ কাফারা ফাইন্না
যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিশ্চয় নিজের ( মঙ্গলের ) জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল

رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ

রাব্বী গ্বানীউন্ কারীম্। ক্বা-লা নাক্‌কেরূ লাহা- আর্‌শাহা নান্‌জোর্ আতাহ্‌তাদী—
আমার প্রতিপালক ( তাহার কৃতজ্ঞতার ) মুখাপেক্ষী নহেন ( এবং ) মহৎ দাতা। (১০) তিনি ( ছোলায়মান ) বলিলেন—( বিল্‌কীছ রাণীকে পরীক্ষার জন্য ) তোমরা তাহার সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দাও আমরা লক্ষ্য করিব যে, সে ( উহা চিনিতে ) পথ পায়

اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ

আম্ তাকূনো মেনাল্লাজীনা লা- য়্যাহ্‌তাদূন্। ফালাম্মা- জ্বা—আৎ কীলা
অথবা যাহারা সৎপথ পায় না তাহাদের অন্তর্গত। (১১) যখন তিনি ( বিল্‌কীছ ) আসিলেন বলা হইল—

* কোন কোন তফছীরকার 'ধর্ম্মগ্রন্থ' অর্থে খোদায়ী কেতাব অথবা 'লওহ্-মাহ্‌ফুজ' মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) ইহাতেও পবিত্র কোরআনভিজ্ঞগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এর আছফ নামীয় উজির ছিলেন, তাঁহার 'এছ্‌মে আ'জম' জানা ছিল, সেই শক্তিতে তিনি ঐরূপ অসাধ্যসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(১০) হজরত ছোলায়মান (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা এমন শক্তিশালী জেনকে তাঁহার আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছেন যে, জেন বাজদরবার বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে—এত অল্প সময়ে সুদূর ছাবা শহর হইতে তথাকার সিংহাসন লইয়া আসিতে পারে; এবং এমন গুণসম্পন্ন বিশিষ্ট মানুষকে তাঁহার অনুগত করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি চক্ষুর পলকে অনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম।

(১১) যদি রাণী বিল্‌কীছ নিজ সিংহাসন চিনিতে পারেন তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি বুদ্ধিমতি—তিনি সত্যপথ অবলম্বন করিতে পারেন।

أَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

আহাকাজা- আর্‌শোক্‌ ? কা-লাৎ কাআন্‌নাহূ হুঅ ; অউতীনাল্‌ এল্‌মা মেন্‌ কাব্‌লেহা-

আপনার সিংহাসন কি এইরূপ ? তিনি বলিলেন—উহা তাহারই অনুরূপ ; ( পুনরায় ছোলায়মানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ) আর আমাদিগকে তো ইহার ( ঘটনার ) পূর্ব্ব হইতেই জানান হইয়াছে

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ

অ কোন্‌না- মোছ্‌লেমীন্‌। অ ছাদ্‌দাহা- মা-কা-নাৎ তা'বোদো মেন্‌ দূনেল্লা-হ্‌।

এবং আমরা অনুগত হইয়াছি। ( প্রকৃতপক্ষে ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ( সূর্য্যের ) উপাসনা করার জন্যই ( ছোলায়মানের নিকট আসিতে ) তাহার বাধা ছিল।

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا

ইন্‌নাহা- কা-নাৎ মেন্‌ কাও্‌মেন্‌ কা-ফেরীন্‌। কীলা লাহাদ্‌খোলীছ্‌ছার্‌হা, ফালাম্মা-

( যেহেতু ) নিশ্চয় সে আদেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। তাঁহাকে ( রাণীকে ) বলা হইল— আপনি রাজপ্রাসাদের ভিতরে চলুন, অতপর যখন

رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ

রাআৎহো হাছেবাৎহো লোজ্‌জাতাঙ অ কাশাফাৎ আন্‌ ছা-কায়্‌হা। কা-লা ইন্‌নাহূ

তিনি উহা দেখিলেন ( কাঁচ নির্ম্মিত প্রাঙ্গন দেখিয়া ) উহা পাণী মনে করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় ( হাঁটু পর্য্যন্ত ) উন্মুক্ত করিলেন। তিনি ( ছোলায়মান ) বলিলেন—নিশ্চয় উক্ত

صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

ছার্‌হোম্‌ মোমার্‌রাদোম্‌ মেন্‌ কাওয়া-রীর্‌। কা-লাৎ রাব্বে ইন্‌নী জালাম্‌তো নাফ্‌ছী

প্রসাদ কাঁচ দ্বারা নির্ম্মিত। তিনি ( রাণী, নিজ ত্রুটী জানিয়া ) বলিলেন—হে আমার প্রতিপালক ! নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ( আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের উপাসনা করিয়া )

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ع وَلَقَدْ

অ আছ্‌লাম্‌তো মাআ ছোলায়্‌মা-না লিল্লা-হে রাব্বিল্‌ আ-লামীন্‌। ع অ-লাকাদ্‌

আর আমি ছোলায়মানের সহিত সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাকে আত্মসমর্পণ করিলাম। এবং নিশ্চয়

ع ১৮/৩ রুকু

أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ

আর্‌ছাল্‌না—এলা ছামূদা আখা-হুম্‌ ছালেহান্‌ আনে'বোদাল্লা-হা ফাএজা-হুম্‌

আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই ছালেহ্‌কে পাঠাইলাম ( এই আদেশ দিয়া ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তায়ালার এবাদত কর তৎপর ( ছালেহ্‌ আসিবার পর ) তখন তাহারা

فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ

ফারীকা-নে য়্যাখ্‌তাছেমূন্‌। কালা ইয়্যা কাও্‌মে লেমা তাছ্‌তা'জেলূনা বেছ্‌ছাইয়েয়াতে

দুই দলে ( ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ) বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—হে আমার সম্প্রদায় ! কি জন্য তোমরা তাড়তাড়ি করিতেছ অসৎকার্য্য করিবার ( শাস্তির ) নিমিত্ত

قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

ক্বাব্‌লাল্ হাছানাতে, লাও্‌লা তাছ্‌তাগ্‌ফেরূনাল্লা-হা লাআল্‌লাকুম্ তোরহামূন্।

সৎকার্য্য করিবার পূর্ব্বে, (১২) কেন তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গোনাহ্ মাফ চাহিতেছ না তাহা হইলে নিশ্চয় তোমদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

ক্বা-লুত্তাইয়্যার্‌না- বেকা অ বেমাম্ মাআক্। ক্বা-লা তা—য়েরোকুম্ এন্‌দাল্লা-হে

তাহারা বলিল—তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাদের এক অশুভ লক্ষণ। (১৩) তিনি বলিলেন—তোমাদের অশুভ লক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝ وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

বাল্ আন্‌তুম্ ক্বাও্‌মোন্ তোফ্‌তানূন্। অ কা-না ফিল্ মাদীনাতে তেছ্‌আতো রাহ্‌তেঁই

বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যে, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হইয়াছ। আর শহরে নয় জন দুষ্ট লোক ছিল

يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ

ইয়্যোফ্‌ছেদূনা ফিল্ আর্‌দ্বে অলা- ইয়্যোছ্‌লেহূন্। ক্বা-লূ তাক্বা-ছামূ বিল্লা-হে

তাহারা দেশে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত এবং সৎকার্য্য করিত না। তাহারা বলিল—তোমরা পরস্পর আল্লার শপথ কর যে

لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا

লা-নোবাইয়্যেতান্ নাহূ অ আহ্‌লাহূ ছুম্মা লানাক্বূলান্না লেঅলীইয়্যেহী- মা- শাহেদ্‌না-

আমরা নিশ্চয় রাত্রিকালে তাহাকে ( ছালেহ্‌কে ) ও তাহার পরিবারবর্গকে হত্যা করিব পুনরায় ( জিজ্ঞাষিত হইলে ) নিশ্চয় আমরা তাহার ওয়ারেশকে বলিব যে, আমরা উপস্থিত ছিলাম না

مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا

মাহ্‌লেকা আহ্‌লেহী- অ ইন্না লাছাদেক্বূন্। অ মাকারু মাক্‌রাও্ অ মাকার্‌না-

তাহার পরিজনকে হত্যা করিবার সময় এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী ! আর তাহারা এক ষড়যন্ত্র করিল

(১২) 'সৎকার্য্য করিবার পূর্ব্বে অসৎ কার্য্যের জন্য তাড়াতাড়ি করিবার' মর্ম্ম—হজরত ছালেহ্ ( আঃ ) অন্যান্য নবীগণের ( আঃ ) ন্যায় ধার্ম্মিকদিগকে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ এবং অধার্ম্মিকদিগকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করিতেন। এবং বলিতেন – তোমরা সৎকার্য্য করিয়া উহার প্রতিদানের প্রতীক্ষা কর, অনর্থক মৃত্যুকামনা বা খোদায়ী শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইও না।

(১৩) ছামুদ সম্প্রদায় সে সময়ে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল। সেজন্য তাহারা মনে করিত ছালেহ্ ( আঃ ) ও তাঁহার অনুগামীদের জন্যই তাহারা এই বিপদে পতিত হইয়াছে। এই হেতু ছামুদ সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে অশুভ বলিয়া বিশ্বাস করিত। হজরত ছালেহ্ ( আঃ ) তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—তোমাদের এই অশুভ ও বিপদের মূলীভূত কারণ তোমরাই, কারণ তোমাদের কৃতকার্য্যের প্রতিফল খোদা তায়ালার তরফ হইতে পাইতেছ। যেহেতু তোমরা পৃথক পৃথক দলভুক্ত হইয়া অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ কাজেই তোমরাই যত অশুভ অমঙ্গলের মূল কারণ—আমরা নহি।

مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ

মাক্‌রাঙ্ অহুম্ লা- য়্যাশ্‌উরূন্। ফান্‌জোর্ কায়্‌ফা কা-না আ-ক্কেবাতো মাক্‌রেহিম্

আমিও ( উহার প্রতিফল স্বরূপ ) এক ষড়যন্ত্র করিলাম অথচ তাহারা বুঝিতেই পারে না। (১৪)
( হে নবী ! ) আপনি লক্ষ্য করুন তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কিরূপ ( মন্দ ) হইয়াছিল—

اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ

আন্‌না- দাম্‌মার্‌না- হুম্ অ ক্বাও্মাহুম্ আজ্‌মায়ীন্। ফাতেল্‌কা বোইয়্যোতোহুম্

নিশ্চয় আমি তাহাদের ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে বিনষ্ট করিলাম। (১৫) ( এখন ) এগুলিই
তাহাদের গৃহ

خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ

খা-বেয়্যাতাম্ বেমা- জালামূ। ইন্‌না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাতাল্ লেক্বাও্মেঁই

যাহা লোকশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যেমন তাহারা অত্যাচার ( গানাহ্ ) করিয়াছিল। নিশ্চয়
ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানী

يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ وَلُوْطًا

য়্যা'লামূন্। অ আন্‌জায়্‌নাল্‌লাজীনা আ-মানূ অ কা-নূ য়্যাত্তাকূন্। অ লূতান্

সম্প্রদায়ের জন্য। আর আমি ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও খোদাভীরুগণকে রক্ষা করিলাম। আর ( হে নবী !
লুতের ঘটনা স্মরণ করুন ) লুৎ

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

এজ্ ক্বা-লা লে ক্বাও্মেহী—আতা'তূনাল্ ফা-হেশাতা অ আন্‌তুম্ তোব্‌ছেরূন্ ?

যখন তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন—তোমরা কি দেখাইয়া এরূপ নির্লজ্জ কার্য্যে লিপ্ত হইতেছ ?

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ

আইন্‌নাকুম্ লাতা'তূনার্ রেজ্জা-লা শাহ্‌অতাম্ মেন্ দূনেন্ নেছা—? বাল্ আন্‌তুম্

তোমরা কি স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া কাম চরিতার্থ করিতে পুরুষগণের প্রতি আপতিত হইতেছ ?
বরং তোমরাই

(১৪) তাহারা ভয়ানক দুষ্টপ্রকৃতির লোক ছিল, লোকদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত কখনও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না।

(১৫) তাহাদের এরূপ ষড়যন্ত্র ছিল যে, তাহারা গোপনে সকলের অজ্ঞাতসারে হজরত ছালেহ্ ( আঃ )কে হত্যা করিবে এবং তদারকের সময় তাহারা অস্বীকার যাইবে কাজেই তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে না। পক্ষান্তরে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রমূলক পাপকার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালার এই ষড়যন্ত্র ছিল যে, তাহারা সেই গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই প্রথমেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

কাও্‌মোন্ তাজ্‌হালূন্। ফামা- কা-না জাওয়া-বা কাও্‌মেহী— ইল্লা— আন্ কা-লূ—

অজ্ঞ সম্প্রদায়। তারপর ইহা ছাড়া তাহাদের ( লূতের সম্প্রদায়ের ) কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা বলিল—

اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝

আখ্‌রেজূ—আ-লা লূতেম্ মেন্ কারয়্যাতেকুম্, ইন্নাহুম্ ওনা-ছুঁই য়্যাতাতাহ্‌হারূন্।

তোমাদের বাসস্থান হইতে লূতের পরিবারবর্গকে বাহির করিয়া দাও কেননা তাহারা এমন লোক যে, পবিত্রতা চাহে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

ফা আন্‌জায়্‌না-হু অ আহ্‌লাহু— ইল্‌লাম্ রাআতাহু, কাদ্দারনা-হা মেনাল্ খাবেরীন্।

তারপরে আমি তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহাকে ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গকে রক্ষা করিলাম ( কেননা ) তাহার ( লূতের সেই স্ত্রীর ) জন্য পশ্চাদ্গামীদের অন্তর্গত নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

অ আম্‌তারনা- আলায়হিম্ মাতা-রান্, ফাছা—আ মাতারোল্ মোন্‌জারীন্! ع

আর আমি তাহাদের উপর ( পাথর ) বর্ষণ করিলাম, ভয় প্রদর্শিত লোকদের প্রতি কি মন্দ ( পাথর ) বর্ষণ ছিল!

ع ১৯ / ৪ রুকু

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط

কোলেল্ হাম্‌দোলিল্লাহে অ ছালা-মোন্ আলা- এবা-দেহিল্ লাজিনাছ্‌-তাফা।

( নবী! ) আপনি বলুন, আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা আর তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি ছালাম। (১৬)

ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

আ—ল্লাহো খায়রোন্ আম্মা ইয়োশ্‌রেকূন্?

আল্লাহ্ তায়ালা শ্রেষ্ঠ অথবা তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালার শরীক ঠিক করিতেছে তাহারা শ্রেষ্ঠ?

(১৬) হজরত ছালেহ্ ও হজরত লূৎ ( আঃ )-এর ঘটনার পর قل الحمد لله এই আয়তে পরোক্ষভাবে হজরত নবী করীম ( দঃ )কে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহাদের সম্প্রদায় যেমন তাঁহাদিগকে অযথা অত্যাচারিত ও অপমানিত করিতে ব্যর্থকাম ও বিনষ্ট হইয়াছিল হে নবী! মক্কাবাসী কাফেরগণও সেই পর্য্যায়ভুক্ত; তাহাদিগকেও সেইরূপ শাস্তির উপযুক্ত মনে করুন। তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্ তায়ালার ধন্যবাদ প্রদান করুন এবং তাঁহার প্রিয় বান্দাদের জন্য শান্তি ও মঙ্গল কামনা করুন।

১৯শ পারা—অ-ক্কা-লাল্লাজীনা

## সূচী-পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

## বঙ্গানুবাদ খোতবায় এলমী

মূল আরবী ও বাংলায় উচ্চারণ সহ জুমা, ঈদ ও নেকাহের বৃহৎ খোতবা

ইহাতে আধুনিক ও সহজ পদ্ধতিতে উচ্চারণ সম্বলিত এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ নিখুঁতভাবে অনুদিত ৩০টি খোতবা আছে। সর্ব্বপ্রিয় ও বহুপ্রচলিত খোতবায় এলমীর খোতবাসমূহ ছাড়াও হজরত মওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেব ও বিশ্ববিশ্রুত মওলানা ইবনে নাবাতারও ২টি করিয়া খোতবা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।
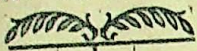
— মাদ্রাসা স্কুলের —

## * পঞ্চভাষা ওয়ার্ডবুক *

একত্রে ইংরাজি, বাঙ্গলা, আরবি, ফারসি ও উর্দ্দু এই পাচ ভাষার ওয়ার্ডবুক। এই ওয়ার্ডবুক ছাপা হওয়ায় বঙ্গীয় মুছলমান ছাত্র-ছাত্রীদিগের একটি অতি দরকারী অভাব পুরণ হইল।

মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

## বঙ্গানুবাদ দোয়া গঞ্জল আর্‌শ ও দরুদ আকবর

প্রথমে এক লাইন আরবি ও আরবির নিম্নে আরবির বাংলা উচ্চারণ ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ১।০ আনা।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

## — বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেছুরা —

পাঞ্জেছুরার কোন্ ছুরার কি মাহাত্ম্য এবং প্রত্যেক ছুরার মূল আরবি ও আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া যাইবে।

মূল্য ১।০ আনা মাত্র

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

## কোরআনের দোয়া ও আমালিয়ত

কোর্‌আন শরীফ এক অমুল্য রত্ন। ইহার কোন্ আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত বিষয় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহজে কামালিয়াত হাছেল করা যায়। সমস্ত দোয়া আয়ত পরীক্ষিত—১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০ আনা।

**মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ**

— — ৫নং, হাজী লেন, কলিকাতা।

বঙ্গানুবাদ
কোরআন শরীফ